গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২

শিল্প মন্ত্রণালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায় নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-১	ভূমিকা	৫
অধ্যায়-২	শিল্পায়নের অভীষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ	৬-৭
অধ্যায়-৩	শিল্প ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস	৭-১১
অধ্যায়-৪	অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প খাতের উন্নয়ন	১১-১২
অধ্যায়-৫	শিল্পায়নে স্টার্ট-আপ	১২-১৩
অধ্যায়-৬	নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ	১৩-১৪
অধ্যায়-৭	অনগ্রসর এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান	১৪-১৬
অধ্যায়-৮	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা সংস্কার ও ব্যবস্থাপনা	১৬
অধ্যায়-৯	উৎপাদনশীলতাকে বৈশ্বিক প্রতিযোগি স্তরে উন্নয়ন	১৭
অধ্যায়-১০	পণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ, উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা	১৭-১৮
অধ্যায়-১১	আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে বিশেষ প্রণোদনা	১৮-২০
অধ্যায়-১২	শিল্প পণ্য উৎপাদন বৈচিত্র্যয়নে সহায়তা	২০-২১
অধ্যায়-১৩	রপ্তানিমুখী শিল্প পণ্য উৎপাদন সম্প্রসারণ	২২-২৩
অধ্যায়-১৪	বিদেশি বিনিয়োগ প্রসার	২৩-২৪
অধ্যায়-১৫	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী প্রযুক্তির প্রসার	২৫
অধ্যায়-১৬	পরিবেশবান্ধব শিল্প ব্যবস্থাপনা	২৫-২৬
অধ্যায়-১৭	দক্ষতা উন্নয়ন	২৬-২৭
অধ্যায়-১৮	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা	২৭-৩০
অধ্যায়-১৯	সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা	৩১-৩৩
অধ্যায়-২০	পরিশিষ্ট-১	৩৪
	পরিশিষ্ট-২	৩৪
	পরিশিষ্ট-৩	৩৫
	পরিশিষ্ট-৪	৩৫
	পরিশিষ্ট-৫	৩৬
	পরিশিষ্ট-৬	৩৭
	পরিশিষ্ট-৭	৩৭
	পরিশিষ্ট-৮	৩৮
	পরিশিষ্ট-৯	৩৯
	পরিশিষ্ট-১০	৪০
	পরিশিষ্ট-১১	৪১

শব্দ সংক্ষেপ

এপিটিএ (APTA)	এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এ্যাগ্রিমেন্ট
বিএবি (BAB)	বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড
বিসিআই (BCI)	বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ
বিসিসিআই (BCCI)	বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
বিসিএসআইআর (BCSIR)	বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ)
বেপজা (BEPZA)	বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি (বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ)
বেজা (BEZA)	বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোনস্ অথরিটি (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ)
বিজিএমইএ (BGMEA)	বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন (বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি)
বিআইএম (BIM)	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট)
বিমসটেক (BIMSTEC)	দ্যা বে অব বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টোরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো অপারেশন
বিজেএমসি (BJMC)	বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন)
বিকেএমইএ (BKMEA)	বাংলাদেশ নীট ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোরটার্স এসোসিয়েশন
বিসিআইসি (BCIC)	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা)
বিএসইসি (BSEC)	বাংলাদেশ ষ্টীল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা)
বিপিজিএমইএ (BPGMEA)	বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফেকচারাস এন্ড এক্সপোর্টাস এসোসিয়েশন (বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক এসোসিয়েশন)
বিএসএফআইসি (BSFIC)	বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা)
বিএআরসি (BARC)	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল)
বারি (BARI)	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট)
বিসিক (BSCIC)	বাংলাদেশ স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন)
বিএসটিআই (BSTI)	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউশন)
বিটিএমএ (BTMA)	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন
বুয়েট (BUET)	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (বাংলাদেশ প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)
বিডব্লিউসিসিআই (BWCCI)	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
সিসিসিআই (CCCI)	চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
সিডিএম (CDM)	ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম
সিইটিপি (CETP)	সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (কেন্দ্রীয় শিল্প বর্জ্য পরিশোধানাগার)
সিআইপি (CIP)	কমার্শিয়ালী ইম্পর্টেন্ট পারসন (বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি)
ডিএই (DAE)	ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)
ডি-৮ (D-8)	ডেভেলপিং-৮
ডিসিসিআই (DCCI)	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
ডিপিডিটি (DPDT)	ডিপার্টমেন্ট অব পেটেন্ট, ডিজাইন এন্ড ট্রেডমার্ক
ইসিএনসিআইডি (ECNCID)	এক্সিকিউটিভ কমিটি অব দ্যা ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট (জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটি)
ইটিপি (ETP)	ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (শিল্প বর্জ্য পরিশোধানাগার)
ইপিবি (EPB)	এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো
ইপিজেড (EPZ)	এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা)
এফবিসিসিআই (FBCCI)	ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
এফডিআই (FDI)	ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ)
এফআইসিসিআই (FICCI)	ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
জিআই (GI)	জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন

আইসিবি (ICB)	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
এমসিসিআই (MCCI)	মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
এমওআই (MOI)	মিনিস্ট্রি অব ইন্ডাস্ট্রিজ
এনসিআইডি (NCID)	ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট (জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ)
নাসিব (NASCIB)	ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ
এনবিআর (NBR)	ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)
এনসিআইডি (NCID)	ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট (জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ)
এনপিও (NPO)	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন
এনআরবি (NRB)	নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশি (অনাবাসি বাংলাদেশি)
এনএসডিএস (NSDCS)	ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েট
আরএন্ডডি (R&D)	রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (গবেষণা ও উন্নয়ন)
সাফটা (SAFTA)	সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া
এসএমই (SME)	স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান)
এসএমইএফ (SMEF)	এসএমই ফাউন্ডেশন
টিআইসি (TIC)	টেকনোলজি ইনকিউবেশন সেন্টার
টিআইএসসি (TISC)	টেকনোলজি এন্ড ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টারস
টিপিএস-ওআইসি (TPS-OIC)	ট্রেড প্রেফারেনশিয়াল সিস্টেম অব দ্যা অর্গানাইজেশন অব দ্যা ইসলামিক কনফারেন্স
টিআরআইপিএস (TRIPS)	ট্রেড রিলেটেড আসপেক্টস্ অব ইনটেলেকচুয়াল প্রোপারটি রাইটস্
ভ্যাট (VAT)	ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স (মূল্য সংযোজন কর)
ভিওআইপি (VOIP)	ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল
ডব্লিউইএবি (WEAB)	উইমেন অন্ট্রাপ্রনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
ডব্লিউটিও (WTO)	ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন

অধ্যায়-১

ভূমিকা

দ্রুত শিল্পায়ন উচ্চতর প্রবৃদ্ধির প্রধান শর্ত। শুধু প্রবৃদ্ধির জন্য নয়, শিল্পায়ন ব্যতীত জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব নয়। বাংলাদেশের অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা সফলতার সাথে বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখছে। দেশিয় কাঁচামাল ও সম্পদ ব্যবহার করে শ্রমঘন শিল্পায়নের পাশাপাশি ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত সুবিধাকে ধারন করে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা, খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমানের উৎকর্ষ সাধনই জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এর মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক মূল্যায়নে তিনটি সূচকেই নির্ধারিত মান অর্জন করায় বাংলাদেশ সাফল্যের সঙ্গে এলডিসি থেকে মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে, বর্তমানে যে সকল আন্তর্জাতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। তন্মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, শুল্ক মুক্ত - কোটামুক্ত বাজার সুবিধা; বিশ্ববাণিজ্য সংশ্লিষ্ট মেধাসত্ব (TRIPS) চুক্তির আওতায় পেটেন্ট প্রটেকশন সুবিধা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের তালিকাভুক্ত হওয়ায় পণ্য সরবরাহ চেইন সুসংহত হবে এবং উচ্চ মূল্যমান ও উচ্চ মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ এবং বাধ্যবাধকতা তৈরি হবে। গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন-উন্নয়ন ও বাণিজ্য সহযোগী, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজসহ সকলকে নিয়ে একটি অভিন্ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্প উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (এসএমই) সমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বল্প পুঁজি ও স্বল্প উৎপাদনকাল নির্ভর এসএমই খাতে সকলের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ তৈরির জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা তৈরির জন্য বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তা ও শিল্প-শ্রমিক তৈরির লক্ষ্যে সরকার অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শ্রমঘন ও রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন, শিল্পের বহুমুখীকরণ, সেবাখাতের উন্নয়ন, আইসিটিভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিজনিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ নির্দেশনা রয়েছে এ নীতিমালায়। এ নীতিমালার সফল বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি হলো বেসরকারি খাতের দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা এবং সে লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা পালন করবে। শিল্প খাতের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য অবকাঠামোগত বাধা দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করা ইত্যাদি কার্যক্রমকে এ নীতিমালায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সরকার শিল্প খাতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ নীতিমালা শিল্প খাতে দ্রুত গতিশীলতা আনয়নে উৎপাদন প্রযুক্তি এবং পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, নতুন পণ্য উদ্ভাবন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। একই সাথে, একটি টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্প পণ্য বৈচিত্রায়ন ও রপ্তানি বহুমুখীকরণে যথাযথ কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাও এ নীতিমালা প্রদান করছে।

অধ্যায়-২

শিল্পায়নের অভীষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ

২.১ শিল্পনীতির লক্ষ্য:

- টেকসই ও পরিবেশসম্মত শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন;
- সরকারের সামগ্রিক রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে জনশক্তির দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০২৭ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ;
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবসহ দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে দীর্ঘ মেয়াদে শিল্পায়ন প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের সক্ষমতার উন্নয়ন।

২.২ শিল্পনীতির উদ্দেশ্য

১. দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি; গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদান এবং স্থানীয় প্রযুক্তি ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ;

২. রপ্তানীযোগ্য পণ্যের বহুমুখীকরণ সহায়ক শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান;

৩. ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী শিল্পকে শিল্পায়নের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিকশিত করার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি;

৪. হালকা প্রকৌশল শিল্পসহ বৃহৎ শিল্পের অগ্র ও পশ্চাৎমুখী শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে উচ্চ প্রযুক্তির ভারী শিল্প স্থাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করা;

৫. বিনিয়োগ পরিবেশের অধিকতর উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প খাতে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা;

৬. প্রশাসনিক ও আইনী কাঠামো সহজীকরণের মাধ্যমে শিল্প খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;

৭. শিল্প পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও জনস্বার্থ সংরক্ষণ;

৮. শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজারজাতকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি;

৯. ৪র্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও বাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি খাতের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও সহায়তা প্রদান;

১০. স্থানীয় কাঁচামালের সহজলভ্যতার ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষায়িত শিল্প জোন গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান;

১১. শিল্প খাতে নারী উদ্যোক্তাদের অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;

১২. পরিবেশসম্মত শিল্পায়ন এবং কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

২.৩ কর্মকৌশলসমূহ

১. গতিশীল দক্ষ শিল্প ও সেবা খাত গড়ে তুলতে শিল্পনীতি ২০২২ এর সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (পরিশিষ্ট-১০) বাস্তবায়ন;

২. স্থানীয় কাঁচামাল ও যোগানের ভিত্তিতে পশ্চাদপদ এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে রপ্তানীমুখী শিল্প স্থাপনে উপযোগী অবকাঠামো উন্নয়ন;

৩. প্রযুক্তির পরিবর্তন ও সমাগত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে অভিযোজনের (Adaptation) সম্ভাবনা ও ঝুঁকিসমূহ (Challenges) চিহ্নিত করে তা মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি শিল্পখাতের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

৪. আধুনিক প্রযুক্তি ও স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকল মন্ত্রণালয় এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন;

৫. রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার অনুসন্ধান ও বাজারজাতকরণে রপ্তানি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ এবং পরীক্ষাগার ও মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিকরণ;

৬. দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে শিল্প স্থাপন অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে আইন, বিধি, নীতিমালা ও সেবা প্রদান কার্যক্রম অধিকতর যুগোপযোগীকরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন;

৭. দেশি-বিদেশী উদ্যোক্তাগণের জন্য শিল্প স্থাপন সহজীকরণের লক্ষ্যে শিল্প পার্ক, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনসহ অবকাঠামো সুবিধার উন্নয়ন;

৮. দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্যচুক্তি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

৯. শিল্প খাতে নারী উদ্যোক্তাদের অধিক অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বিদ্যমান বিধি ও বিধান সহজীকরণ এবং আর্থিক সুবিধা প্রদান নিশ্চিতকরণ;

১০. দেশিয় ঐতিহ্যকে ধারণ করে স্থানীয় দক্ষতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে হস্ত, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যাপক প্রসারে আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান;

১১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ব্যাপকভিত্তিক অতিমারীর ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকারি বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নয়ন ও প্রণোদনা প্রদান;

১২. আমদানি বিকল্প ও বৃহৎ শিল্পের অগ্রপশ্চাৎ শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তথা হালকা শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে শুল্ক-কর সুবিধা সহজীকরণ ও প্রণোদনা প্রদান।

অধ্যায়-৩

শিল্প ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস

৩ ব্যাপক অর্থে শিল্প বলতে নিম্নোক্ত উৎপাদন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝাবে।

৩.১ পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের পুনঃসামঞ্জস্যকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকাণ্ড।

৩.২ যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধা সম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সেবামূলক কর্ম সম্পাদিত হয় সে সকল কর্ম সেবা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে। সেবা শিল্পের তালিকা পরিশিষ্ট-৩ এ সন্নিবেশিত আছে।

৩.৩ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত হবেঃ

বৃহৎ শিল্প

৩.৩.১ উৎপাদনের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প' (Large Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ (Replacement Cost) ৫০ কোটি টাকার অধিক কিংবা তৈরি পোশাক/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩০০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। যে সকল তৈরি পোশাক/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের সংখ্যা ১০০০ এর অধিক কেবল সে সকল তৈরি পোশাক শিল্প বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.৩.২ সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'বৃহৎ শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ৩০ কোটি টাকার অধিক কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

মাঝারি শিল্প

৩.৩.৩ ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' (Medium Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১৫ কোটি টাকার অধিক এবং অনধিক ৫০ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১২১-৩০০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। তবে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ জন।

৩.৩.৪ সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাঝারি শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫১-১২০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

৩.৩.৫ কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরী পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

ক্ষুদ্র শিল্প

৩.৩.৬ ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' (Small Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ কোটি টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৬-১০০ জন শ্রমিক কাজ করে।

৩.৩.৭ সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৬-৫০ জন শ্রমিক কাজ করে।

৩.৩.৮ কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরী পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

মাইক্রো শিল্প

৩.৩.৯ 'মাইক্রো শিল্প' (Micro Industry) বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ০১-২৫ জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে।

৩.৩.১০ সেবা শিল্পের ক্ষেত্রে 'মাইক্রো শিল্প' বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নীচে কিংবা যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১৫ জন শ্রমিক কাজ করে।

৩.৩.১১ কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তৈরী পোশাক প্রতিষ্ঠান/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

কুটির শিল্প

৩.৩.১২ 'কুটির শিল্প' (Cottage Industry) বলতে পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্যভুক্ত সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ১০ লক্ষ টাকার নীচে এবং যা পারিবারিক সদস্যসহ অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত এবং সর্বোচ্চ জনবল ১৫ এর অধিক নয়।

৩.৩.১৩ কোন একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকাণ্ড কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য মানদণ্ডে সেটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ কর্মকাণ্ডটি মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

হস্ত ও কারুশিল্প

৩.৩.১৪ 'হস্ত ও কারুশিল্প' বলতে কারুশিল্পীর শৈল্পিক মনন ও শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার বা বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে অথবা সৃজনশীল ব্যক্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, প্রয়োজনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং সময়ের পরিবর্তনশীলতাকে সমন্বয় করে নান্দনিক ও ব্যবহারিক যে পণ্য উৎপাদিত হয়।

হাইটেক শিল্প

৩.৩.১৫ 'হাইটেক শিল্প' বলতে জ্ঞান ও পুঁজিনির্ভর উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব এবং আইটি/আইটিইএস/জীব প্রযুক্তি বা গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) নির্ভর শিল্পকে বোঝাবে।

ভারী শিল্প

৩.৩.১৬ 'ভারী শিল্প' বলতে এমন শিল্পপণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে বৃহৎ আকারের উদ্যোগ, বড় যন্ত্রপাতি, ভূমির বৃহৎ এলাকা, উচ্চ খরচ ইত্যাদি বিষয়গুলো জড়িত থাকবে এবং যা হালকা প্রকৌশল শিল্পের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। উদাহরণস্বরূপ জাহাজ নির্মাণ শিল্প, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন শিল্প, ইস্পাত শিল্প, মোটর গাড়ি নির্মাণ শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্প ইত্যাদি ভারী শিল্প হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

সৃজনশীল শিল্প

৩.৩.১৭ 'সৃজনশীল শিল্প (Creative Industry)' বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বোঝায় যা শৈল্পিক মনন ও উদ্ভাবনী মেধা, দক্ষতা ও কলা-কৌশল অথবা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নান্দনিক ও সৃষ্টিশীল পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। যেমনঃ এ্যাডভার্টাইজিং, স্থাপত্য, আর্ট এন্ড এ্যান্টিক, ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন, ফিল্ম এন্ড ভিডিও, ইন্টারেক্টিভ লেজার সফ্‌টওয়্যার, মিউজিক, পারফর্মিং আর্ট, পাবলিশিং, সফটওয়্যার এন্ড কম্পিউটার ও মিডিয়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

এ শিল্প সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরির লক্ষ্যে সমগ্র দেশে সৃজনশীল শিল্পের মানচিত্র (Mapping) প্রণয়ন করা হবে। এ শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের নীতি সমর্থন ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার পাশাপাশি ব্যক্তিখাতের অধিকতর সক্রিয় ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

সংরক্ষিত শিল্প

৩.৩.১৮ সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে যে সকল শিল্প জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং যেসব শিল্প স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হিসাবে সরকারি বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত সেসব শিল্পকে সংরক্ষিত শিল্প (Reserved Industry) হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। সংরক্ষিত শিল্পখাতের তালিকা পরিশিষ্ট-৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

রপ্তানি বহুমুখীকরণ শিল্পখাত:

৩.৩.১৯ রপ্তানি বহুমুখীকরণ শিল্পখাত বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বোঝাবে যে সমস্ত শিল্পের দ্রুত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং এ খাত থেকে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি আয় অর্জন করা সম্ভব হবে। উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে এ শ্রেণির শিল্পখাত সরকারের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্যতায় প্রাধান্য পাবে। রপ্তানি বহুমুখীকরণ শিল্পের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত আছে।

বিশেষ উন্নয়নমূলক শিল্পখাত:

৩.৩.২০ বিশেষ উন্নয়নমূলক শিল্পখাত বলতে সে সমস্ত শিল্পকে বোঝাবে যেসব শিল্পপণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে অথচ পণ্যগুলোর উৎপাদন, সরবরাহ এবং রপ্তানি ভিত্তি সুসংহত নয় সে সকল পণ্যের রপ্তানি ভিত্তি সুদৃঢ়করণে সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। বিশেষ উন্নয়নমূলক শিল্পের তালিকা পরিশিষ্ট ২ এ বর্ণিত আছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প

৩.৩.২১ দেশের বিশেষ আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ নয় বা কর ও রাজস্ব আদায় খাতে অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক নিবন্ধিত নয় এমন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগকে অপ্রাতিষ্ঠানিকখাত (Informal sector) বলা হয়। বাংলাদেশের অপ্রাতিষ্ঠানিকখাত রাষ্ট্র কর্তৃক পদ্ধতিগতভাবে সুনিয়ন্ত্রিত নয়।

ট্রেডিং

৩.৩.২২ ট্রেডিং বা ব্যবসা বলতে দেশে-বিদেশে উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডসমূহকে বুঝাবে। ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে 'বৃহৎ ব্যবসা', 'মাঝারি ব্যবসা, 'ক্ষুদ্র ব্যবসা' ও 'মাইক্রো ব্যবসা ইত্যাদির বিবরণ পরিশিষ্ট-৪ এ দেয়া আছে।

অগ্রাধিকার শিল্প

৩.৩.২৩ 'অগ্রাধিকার শিল্প (Priority Sector)' বলতে সে সমস্ত শিল্প গণ্য হবে যে শিল্পখাতগুলো বিকাশমান এবং ক্রমবর্ধমানভাবে দেশের সামগ্রিক রপ্তানিতে অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন শিল্পখাত/শিল্প উপ-খাত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত/উপ-খাত হিসেবে চিহ্নিত হবে তা সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হবে। অগ্রাধিকার শিল্পের তালিকা পরিশিষ্ট-৩ এ বর্ণিত আছে।

নিয়ন্ত্রিত শিল্প

৩.৩.২৪ প্রাকৃতিক/খনিজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে, দেশের স্বার্থে সেবামূলক/বিনোদনমূলক কিছু শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সরকারের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকির কারণ হতে পারে বা অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এ ধরনের শিল্প ব্যক্তিখাতে স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের (যেমন-সংস্কৃতি/ধর্ম মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি ইত্যাদি) অনুমোদন/অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রিত শিল্পের তালিকা পরিশিষ্ট-৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.৩.২৫ নিয়ন্ত্রিত তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/কমিশনের অনুমোদন/অনাপত্তি না পাওয়া পর্যন্ত শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ শিল্প স্থাপনের জন্য নিবন্ধন দিতে পারবে না।

পর্যটন শিল্প

৩.৩.২৬ পর্যটন হলো এক ধরনের বিনোদন, অবসর সময়ে অথবা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থান কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ। সামগ্রিকভাবে পর্যটন শিল্প বলতে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে ভ্রমণ, চারু ও কারু শিল্পের ঐতিহ্য ও স্থাপনা দর্শন, বনাঞ্চল ও জীব-বৈচিত্রের দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ, বিভিন্ন প্রকার আবাসন এবং চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডকে বুঝাবে।

পোষক কর্তৃপক্ষ (Sponsoring Authority)

৩.৩.২৭ পোষক কর্তৃপক্ষ বলতে কোন বিশেষ শ্রেণি/খাতের শিল্পের নিয়ন্ত্রণকারী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে বোঝাবে। Allocation of Business অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাত যে মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত, সে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিদপ্তর/সংস্থা/পরিদপ্তর/দপ্তর সংশ্লিষ্ট খাতের পোষক কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করবে। কোন একটি শিল্প কারখানা সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত হলে তার দায়-দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে পোষক কর্তৃপক্ষের আওতায় থাকবে।

নারী শিল্পোদ্যোক্তা

৩.৩.২৮ যদি কোন নারী 'ব্যক্তিমালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর হন' কিংবা 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান' বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে' অন্যূন (ন্যূনতম) ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক হন তাহলে তিনি নারী শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন।

শিল্পনীতির প্রাধান্য

৩.৩.২৯ পরবর্তী শিল্পনীতি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এর কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে। তবে শিল্পনীতিতে অন্তর্ভুক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজনে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা যাবে।

৩.৩.৩০ বাস্তবতা ও সময়ের নিরিখে এবং অবস্থানগত পরিবর্তনের সাথে উপরে উল্লিখিত শিল্পের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস পরিবর্তনযোগ্য।

৩.৩.৩১ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই শ্রেণি বিন্যাসে নতুন শিল্পখাত অন্তর্ভুক্ত করা যাবে তবে শিল্পনীতির সংশোধন ব্যতিরেকে বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কোনরূপ সংশোধন করা যাবে না।

৩.৩.৩২ অন্য কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা কিংবা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালায় শিল্পের কোন সংজ্ঞা বা শ্রেণিবিন্যাসের উল্লেখ থাকলেও উদ্ভূত বিতর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এ বর্ণিত সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস প্রাধান্য পাবে।

৩.৩.৩৩ জাতীয় গুরুত্ব সম্পন্ন অথচ শিল্পনীতিতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা করা হয়নি, কিংবা শিল্পনীতির সাথে সাংঘর্ষিক সরকারের অন্য কোন নীতি, বিধি-বিধান, কিংবা শিল্পনীতির কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ যে ব্যাখ্যা এবং নির্দেশনা প্রদান করবে তা প্রাধান্য পাবে এবং শিল্পনীতির অংশ হিসেবে গৃহীত হবে।

অধ্যায়-৪

অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প খাতের উন্নয়ন

৪.১ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প খাত বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু প্রণোদনা, ঋণ, প্রযুক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন ও বিপণন সহায়তার পাশাপাশি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প খাতের উদ্যোক্তারা পিছিয়ে রয়েছে। কোভিড-পরবর্তী সময়ে অর্থনীতির দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর বিবেচনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সুরক্ষা এবং এর প্রতি সুদৃষ্টি আরও জরুরি হয়ে পড়েছে।

৪.২ অপ্রাতিষ্ঠানিকখাতের উদ্যোক্তাদের নিবন্ধন ও উন্নয়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও মেয়াদভিত্তিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

৪.৩ এসএমই নীতিমালা-২০১৯ এর আলোকে এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিসিক কর্তৃক পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখাসহ এর সার্বিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা হবে এবং অপ্রাতিষ্ঠানিকখাতের কটেজ ও মাইক্রো শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করা হবে।

৪.৪ এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিসিক সেমিনার/কর্মশালার মাধ্যমে অপ্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোক্তাদের আনুষ্ঠানিক হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করবে, অপ্রাতিষ্ঠানিক হিসেবে রয়ে যাওয়ার অসুবিধা সম্পর্কে সচেতন করবে এবং আনুষ্ঠানিক উদ্যোক্তা হওয়ার সহজ পদ্ধতি অবহিত করবে।

৪.৫ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)-এর আওতাধীন পরিচালিত ইনফরমাল সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসআইএসসি) অপ্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

৪.৬ এসডিজি-৮ এর আলোকে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প খাতে শোভন কাজ নিশ্চিত করার জন্য সহযোগিতা অর্থাৎ কর্মীদের কাজের পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহন করা হবে।

৪.৭ ই-কমার্সভিত্তিক উদ্যোক্তাদের বেশিরভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক বিধায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'ডিজিটাল কমার্স পরিচালনা নির্দেশিকা-২০২১' উদ্যোক্তাদের অবহিত করার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিক এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করবে।

৪.৮ অপ্রাতিষ্ঠানিকখাতের উদ্যোক্তাদের নিবন্ধনের মাধ্যমে সহায়তা করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে:

৪.৮.১ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত 'জাতীয় ইনফরমাল সেক্টর-ডেটাবেজ' তৈরি করা হবে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় দেশের প্রত্যেক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) ব্যবহার করে এটুআই এর কারিগরি সহায়তায় one stop service সুবিধার মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের Data base শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালনা করা হবে।

৪.৮.২ 'জাতীয় ইনফরমাল সেক্টর-ডেটাবেজ' তৈরি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে সরকার যথাযথ প্রতি পক্ষের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিবে।

৪.৮.৩ 'জাতীয় ইনফরমাল সেক্টর-ডেটাবেজ' এ নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাদেরকে অনলাইনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহনান্তে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে 'এমএসএমই সার্টিফিকেট' প্রদান করা হবে। 'জাতীয় ইনফরমাল সেক্টর-ডেটাবেজ' একটি লাইভ ডেটাবেজ বিধায় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাদের ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ডেটাবেজের তথ্য হালনাগাদ করতে পারবে।

৪.৮.৪ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবা প্রাপ্তি সহজীকরনে অপ্রতিষ্ঠানিক খাতের উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। সিএমএসএমই ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের সার্টিফিকেট ধারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সার্কুলার জারী করবে।

৪.৮.৫ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) 'জাতীয় এমএসএমই ই-ডেটাবেজ' এ নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কর মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হবে।

৪.৯ অপ্রাতিষ্ঠানিক এমএসএমই উদ্যোক্তাদের বিকাশের লক্ষ্যে ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়ন, আইসিটি ও অন্যান্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্যের বাজারে প্রবেশে সহায়তা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, পলিসি অ্যাডভোকেসি ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এ খাতের উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য নিম্নরূপ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে:

৪.৯.১ অপ্রাতিষ্ঠানিক এমএসএমই উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন বৃদ্ধিকল্পে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগ/জেলা শহরে নিয়মিতভাবে ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্মেলন, সেমিনার, ঋণ সম্পর্কিত ম্যাচমেকিং, ব্যাংকারদের ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রাম ইত্যাদি কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।

৪.৯.২ অপ্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে সমস্যা চিহ্নিত করে জামানতবিহীন এবং ক্লাস্টারভিত্তিক ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্র তৈরির পদক্ষেপ নেয়া হবে। বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত জামানতবিহীন এবং সিঙ্গেল ডিজিট সুদের হারে অর্থায়ন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা হবে।

৪.৯.৩ অপ্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ এবং একইসাথে বাজার সংযোগ ও বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে বহুমুখি বাজার সুবিধা সম্প্রসারণে এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.৯.৪ ই-কমার্স, অনলাইন সাপোর্ট, আউটসোর্সিং ও আইটিভিত্তিক এপ্লিকেশনের মাধ্যমে অপ্রাতিষ্ঠানিকএমএসএমই উদ্যোক্তাদের সহায়তা দেয়া হবে।

৪.৯.৫ অপ্রাতিষ্ঠানিক এমএসএমই উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি গ্রহণ ও হস্তান্তরের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকর কৌশল গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় -৫

শিল্পায়নে স্টার্ট-আপ

৫.১ বাংলাদেশের অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিকল্পনা সহজে বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় যে কোন সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে স্টার্ট-আপ বা নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও বিকাশের জন্য নিম্নরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে:

৫.১.১ স্টার্ট-আপ বা নতুন উদ্যোক্তাদের প্রাক-বিনিয়োগ পরামর্শ, প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৫.১.২ ব্যবসা নিবন্ধন পদ্ধতি এবং ব্যবসা শুরুর প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুততর করার লক্ষ্যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ওয়ানস্টপ সেবাসহ নানাবিধ আর্থিক ও অনার্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.১.৩ ব্যবসা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রত্যয়ন যেমন:- ব্যবসা নিবন্ধন, লাইসেন্স প্রক্রিয়া, পরিবেশ ছাড়পত্র ও ক্লিয়ারেন্স শর্ত ইত্যাদি সহজলভ্য করার জন্য অনলাইন/ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু এবং তা কার্যকর করা হবে।

৫.১.৪ নতুন প্রজন্মকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হবে। এ ক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিসিকের বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টারের মাধ্যমে এসএমই উদ্যোক্তাদের সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষিত তরুণদের উদ্ভাবনীমূলক ব্যবসায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রতিযোগিতা (বিজনেস প্ল্যান কম্পিটিশন) আয়োজন করা হবে।

৫.১.৫ এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বিসিক কর্তৃক নিজস্ব পরামর্শক সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তাদের পরামর্শ ও তথ্য সেবা প্রদান করা হবে। সরকারের সহায়তায় প্রতিটি জেলা/উপজেলায় পরামর্শক সেবা কেন্দ্র স্থাপন করে পরামর্শ ও তথ্য সেবা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও নতুন উদ্যোক্তাদের নিয়মিত পরামর্শ সেবা প্রদান করা হবে।

৫.১.৬ বিসিক কর্তৃক নিজ কার্যালয়ে স্থাপিত কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্র এবং জেলা পর্যায়ের অন্য সব ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড সমন্বয় করা হবে।

৫.১.৭ নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কর্তৃক সারাদেশে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে।

৫.১.৮ বাংলাদেশ ব্যাংক স্টার্ট-আপ বা নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য 'স্টার্ট-আপ ফিন্যান্সিং স্কিম' চালু করবে ও বাংলাদেশ ব্যাংক স্টার্ট-আপ সিএমএসএমই অর্থায়নের জন্য ভেনচার ক্যাপিটাল ফান্ড গঠন করতে পারবে।

অধ্যায় -৬

নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ

৬.১ বর্তমানে বাংলাদেশে শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে নারী উদ্যোক্তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সে লক্ষ্যে নারী শিল্প উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৬.২ সেবা শিল্পের সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে নারী শিল্প উদ্যোক্তাদের অধিক হারে প্রাধান্য দেয়া হবে।

৬.৩ নতুন নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৃথক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, বিশেষায়িত ঋণের ব্যবস্থা, নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে ব্যাংকার উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, ঋণ সম্পর্কিত উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং কার্যক্রম, নারী উদ্যোক্তা বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা, নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন ও পণ্য মেলা আয়োজন, জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার এবং উইম্যান চেম্বার/ট্রেডবডিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।

৬.৪ উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে আসা ও তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পৃথক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে নিম্নরূপ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে:

৬.৪.১ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (সিএমএসএমই) নারী উদ্যোক্তাগণ যেন নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক সহায়তা এবং প্রণোদনা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করবে।

৬.৪.২ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বিসিক কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সিএমএসএমই নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন বৃদ্ধিকল্পে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ সম্পর্কিত ম্যাচমেকিং এবং ব্যাংকারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।

৬.৪.৩ নারী উদ্যোক্তাদের সুরক্ষার লক্ষ্যে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন কর্মকাণ্ড সাবকন্ট্রাকটিং/আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে তাদের থেকে ক্রয়ে উৎসাহিত করা হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বা সেবা নারী উদ্যোক্তাদের থেকে ক্রয় নিশ্চিতকরণ করা হবে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সংযোগ ও বাজার সম্প্রসারণ এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বিসিক এর কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করা হবে।

৬.৪.৪ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের পরিমাণ ও পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এসএমই খাতে মোট বরাদ্দের ন্যূনতম ২৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে রাখা হবে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দেয়ার জন্য ব্যাংকগুলোর প্রচলিত নীতিমালা সহজীকরণ করা হবে। আর্থিক ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এর সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশ ব্যাংক নারীবান্ধব ব্যাংকিং সেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৬.৪.৫ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতে শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় নারী শিল্পোদ্যোক্তাগণ যাতে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৬.৪.৬ নারী উদ্যোক্তা ও তাঁদের সহায়তাদানকারী জাতীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন এজেন্সি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন করা হবে।

৬.৪.৭ শিল্প উৎপাদন ও প্রক্রিয়ায় নারী শিল্প উদ্যোক্তাদের ব্যাপকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উন্নত ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী প্রযুক্তি নির্ভর ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকাণ্ডে নারী শিল্প উদ্যোক্তা গ্রুপ ও সংস্থাসমূহকে উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিক এবং বিটাক কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

৬.৪.৮ নারীর ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিশেষ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যেসকল আইনগত বাধা রয়েছে তা অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৬.৪.৯ বিশ্ব বাজারে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানীতে বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

৬.৪.১০ অর্থনৈতিক অঞ্চল/হাইটেক পার্ক/রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা/শিল্প পার্কসমূহে প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে এবং মোট বরাদ্দের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে।

অধ্যায় -৭

অনগ্রসর এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান

৭.১ অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে শিল্প নগরী/শিল্প পার্ক স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়ন, অনগ্রসর এলাকায় শ্রম নিবিড় এবং পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে সম্পদ বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

৭.২ বিদ্যমান সরকারি শিল্প কারখানার অব্যবহৃত জমিসহ সরকারি খাসজমিতে এবং পরিবেশসম্মতভাবে চর উন্নয়ন করে সারাদেশব্যাপী শিল্পখাতভিত্তিক আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ও পরিবেশবান্ধব মনোটাইপ/ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্পনগরী/শিল্প পার্ক স্থাপন করা হবে।

৭.৩ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০ এবং বিসিক আইন অনুযায়ী শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৭.৪ অর্থনৈতিক অঞ্চল এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানার চাহিদার ভিত্তিতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং সেবামূলক অগ্র-পশ্চাৎ শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান করা হবে।

৭.৫ বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সমান সুযোগ প্রদান করা হবে এবং One Stop Service সেন্টারের মাধ্যমে সকল ধরনের সেবা নিশ্চিত করা হবে।

৭.৬ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করা হবে। সে সাথে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আস্থা অর্জনে সহায়ক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.৭ পরিকল্পনাবিহীন যত্রতত্র শিল্প স্থাপন নিরুৎসাহিত করা হবে। মেট্রোপলিটন শহরে স্থাপিত দূষণ প্রবণ শিল্পসহ অপরিকল্পিতভাবে স্থাপিত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যায়ক্রমে অর্থনৈতিক অঞ্চল/বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল/বিসিক শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করা হবে। স্থানান্তরে উদ্যোগী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

৭.৮ অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক, বিসিক শিল্পনগরী/শিল্প পার্ক, জীব প্রযুক্তি পার্ক, সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে গুরুত্ব দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে বিশেষ শুল্ক ও কর সুবিধা প্রদান করা হবে।

৭.৯ যথাযথ কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক, বিসিক শিল্পনগরী/শিল্প পার্ক, জীব প্রযুক্তি পার্কে স্থাপিত শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা প্রদান করা হবে। এছাড়া, রপ্তানিমুখী শিল্পে উৎপাদিত পণ্যসমূহকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিসক্ষম করার জন্য নগদ প্রণোদনা এবং শুল্ক প্রত্যার্পণ ও শুল্ক মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হবে।

৭.১০ বাংলাদেশে নিবন্ধিত হওয়া সাপেক্ষে কোন বিদেশি নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান দেশে প্রতিষ্ঠিত সরকারি-বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল/বিসিক শিল্পনগরী/শিল্প পার্কে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে শতভাগ মালিকানা অর্জন করতে পারবে।

৭.১১ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর মাধ্যম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক গড়ে তোলা হবে।

৭.১২ অনগ্রসর অঞ্চলের সাথে মোংলা, পায়রা এবং চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

৭.১৩ রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও রাজশাহী সিল্কের পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য প্রান্তিক মহিলা ও কৃষককে তুত চাষে উৎসাহিত করা এবং শিল্প স্থাপন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

৭.১৪ হস্তশিল্পের উন্নয়নে যেমন: শতরঞ্জি, বেনারসি, টুপি ইত্যাদি ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশের জন্য বিশেষায়িত শিল্পনগরী/শিল্প পার্ক স্থাপন করা হবে।

৭.১৫ One District One Product নীতি অনুযায়ী মনোটাইপ/ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্পনগরী/শিল্প পার্ক স্থাপন করা হবে।

৭.১৬ কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন ত্বরান্বিতকরণ সম্পর্কিত কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন করা হবে।

৭.১৭ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে শিল্প স্থাপন সংক্রান্ত সেবাসমূহ সহজে ও স্বল্পসময়ে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে।

৭.১৮ অনগ্রসর এলাকায় শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চল/রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা/হাইটেক পার্ক/বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৭.১৯ অনগ্রসর এলাকায় শিল্প উন্নয়নের জন্য জেলাভিত্তিক আলাদা বাজেটসহ কর অবকাশ, স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ ও আলাদা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

৭.২০ ইপিজেড ও বিসিকের শিল্পনগরী/শিল্প পার্ক ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে স্থাপন করে রপ্তানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে সেখানে অধিক সংখ্যক রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৭.২১ পণ্যে উৎপাদন, পরিবহণ, বাজারজাতকরণের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

অধ্যায়- ৮

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা সংস্কার ও ব্যবস্থাপনা

৮.১ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতকে লাভজনক, প্রতিযোগী সক্ষম প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর ও কার্যসম্পাদন দক্ষতা (Performance Efficiency) বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৮.২ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অলাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কল-কারখানা পরিচালনায় দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। প্রয়োজনে অলাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৮.৩ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্প পার্ক এবং ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প পার্ক স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.৪ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি বা আধুনিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে কার্যকর সহযোগিতা গ্রহণে দেশি বা বিদেশি যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

৮.৫ বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম বিশেষতঃ কারিগরি ও আর্থিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও জাতীয় অর্থনীতির উপর দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রভাব বিষয়ে সরকার সময়ে সময়ে সমীক্ষা পরিচালনা করবে এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্পের ক্রেতা বা মালিকপক্ষ সমীক্ষা পরিচালনায় সব ধরনের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্য ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করা হবে।

৮.৬ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যে উদ্দেশ্যে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না হলে এই সকল বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সরকার বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৮.৭ বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী বাধাসমূহ মোকাবেলায় রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হবে।

৮.৮ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে বিশেষ সহায়তা তহবিল গঠন করা হবে।

৮.৯ রাষ্টায়াত্ত শিল্প কারখানাসমূহের উত্তরোত্তর উন্নয়ন এবং বিশেষায়িত শিল্প ত্বরান্বিত করণে শিল্প আইডিয়া ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৮.১০ রাষ্ট্রায়াত্ত পুরাতন শিল্প কারখানাগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৮.১১ রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প কারখানাগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং এগুলোকে লাভজনক করার নিমিত্ত জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

অধ্যায় - ৯

উৎপাদনশীলতাকে বৈশ্বিক প্রতিযোগী স্তরে উন্নয়ন।

৯.১ শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্পের উৎপাদনশীলতা বিশেষ করে সবুজ উৎপাদনশীলতা (Green productivity) অর্জনে জাতীয় উৎপাদনশীলতা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৯.২ সরকারি-ব্যক্তিখাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য মধ্যবর্তী পর্যায়ের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীসহ শ্রমিকদের দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উৎপাদন, উচ্চ উৎপাদনশীলতা, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এবং দক্ষ শ্রমশক্তির অধিক ব্যবহারের নিশ্চিত করতে শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় যথাযথ ও সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে ।

৯.৩ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে প্রশিক্ষক পুল গঠন করা হবে।

৯.৪ বিভিন্ন সেক্টরের উৎপাদনশীলতা, গুণগতমান, প্রতিযোগিতা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে Bangladesh National Productivity Master Plan FY 2021-2030 বাস্তবায়ন করবে।

৯.৫ সকল সরকারি ও ব্যক্তিখাতের শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদনশীলতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হবে। উক্ত তথ্যাদি দ্বারা উৎপাদনশীলতা বিষয়ে প্রতি বছর গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে এবং এ প্রতিবেদনে উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাদি চিহ্নিত করে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে।

৯.৬ এনপিও'র অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে দীর্ঘমেয়াদী (ডিপ্লোমা কোর্স) ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৯.৭ সম্পদের প্রশিক্ষিত ব্যবহার এবং দক্ষ শ্রমশক্তির ব্যবহার নিশ্চিত তথা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে 'প্রোডাকটিভিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার' নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৯.৮ এনপিও'র প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সামর্থের উন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা হবে।

অধ্যায়-১০

পণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ, উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা

১০.১ উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীল কর্মের উদ্ভাবকের মেধাসম্পদ অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী সচেতনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

১০.২ মেধাসম্পদ সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) এর আলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে এবং বাস্তবায়নে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা হবে।

১০.৩ দেশের মান প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও কারিগরি সামর্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১০.৪ দেশিয় মান সনদপ্রাপ্ত উৎপাদিত গুণগত মানসম্পন্ন শিল্প পণ্য বা শিল্প সেবা সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত বা আধাস্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বা মন্ত্রণালয় বা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর, সংস্থা, পরিদপ্তর বা দপ্তরের অভ্যন্তরীণ ক্রয়ে অগ্রাধিকার পাবে।

১০.৫ যেকোন পণ্য বা সেবা বিদেশ থেকে আমদানীকালে উক্ত পণ্যের বা সেবার দেশীয় মান সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে দেশীয় মান সনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত ও দেশে উৎপাদিত সমজাতীয় পণ্যের মান সনদ দ্রুত প্রদান নিশ্চিত করবেন।

১০.৬ আন্তর্জাতিক বাজারে দেশিয় পণ্যের প্রবেশ সহজীকরণের লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত পণ্যের মান (Standard) নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের (Harmonization of Standards) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১০.৭ কারিগরি, স্যানিটারি ও ফাইটো স্যানিটারি, শ্রমিক ব্যবহারে আইন অনুসরণ, ন্যায়সঙ্গত ব্যবসা পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি সাধনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ পণ্য বাজারের স্ট্যান্ডার্ড বা মানদন্ড ও বিভিন্ন কমপ্লায়েন্সের সাথে সঙ্গতি রাখতে পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে বিএসটিআই ও বাংলাদেশ এক্রেডিটেশন বোর্ডকে শক্তিশালী করা হবে।

১০.৮ শিল্প সংক্রান্ত মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এর সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হবে। প্রতিটি বিভাগে মেধাসম্পদ বিষয়ক সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১০.৯ দেশব্যাপী Technology and Innovation Support Center (TISC) এর কার্যক্রম জোরদার করা হবে এবং এর নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করা হবে।

১০.১০ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (এসএমই) সংশ্লিষ্ট পণ্যের মেধাসম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

১০.১১ ঐতিহ্যগত জ্ঞান (Traditional Knowledge) সম্পর্কিত আইনসমূহ হালনাগাদ করে প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও ICT পণ্যের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে।

১০.১২ দেশব্যাপী ভৌগোলিক নির্দেশক (জি আই) পণ্য চিহ্নিত করণ এবং সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

১০.১৩ নব উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীল কর্মের ক্ষেত্রে মেধাসম্পদ সংরক্ষণ এর সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

১০.১৪ দেশে শিল্প ও বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেধাসম্পদ বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১০.১৫ Intellectual Property সংক্রান্ত গবেষণা শক্তিশালী করে বিশ্ববিদ্যালয় স্ট্যাডি একাডেমিয়া ইন্ডাষ্ট্রি সম্পর্ক বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১০.১৬ দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারী, মাইক্রো ও কুটির শিল্প খাতের সুষম উন্নয়ন ও কার্যকর বিকাশের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য খাতভিত্তিক মেধাসম্পদ তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হবে।

অধ্যায়- ১১

আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে বিশেষ প্রণোদনা

১১.১ আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রণোদনাসহ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১১.২ দেশে গতিশীল শিল্পায়ন এবং টেকসই বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে রপ্তানী বহমূখী, অগ্রাধিকারভিত্তিক খাত ও উপখাতগুলোতে যুগোপযোগী পৃথক বিনিয়োগ প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১.৩ শিল্পায়নে অনগ্রসর এলাকায় শিল্প সম্প্রসারণ/প্রতিষ্ঠা বিশেষ করে আমদানী বিকল্প প্রস্তুতকারী শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিনিয়োগ প্রণোদনা প্রদান করা হবেঃ

ক. মূলধনী বিনিয়োগের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর্তুকি;
খ. উৎপাদিত পণ্যের উপর থেকে কর ও শুল্ক অব্যাহতি;
গ. এ্যাক্রেডিটেশন সনদের ফি/চার্জ এবং বীমা স্কীমের প্রিমিয়ামের খরচ পুনর্ভরণের ব্যবস্থা;
ঘ. চলতি মূলধনের সুদের উপর ভর্তুকি ইত্যাদি।

১১.৪ অনগ্রসর এলাকায় শিল্প স্থাপনে বিভিন্ন শিল্প খাত-উপখাতে আয়কর বিধি-বিধান অনুযায়ী কর অবকাশ ও অবচয় সুবিধা প্রাপ্ত হবে।

১১.৫ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহে প্রদত্ত বিশেষ প্রণোদনা (Special Incentives) ও আর্থিক সহায়তা যেমন-শুল্ক/কর অব্যাহতি (Tax Exemptions), দ্বৈতকর প্রদান থেকে অব্যাহতি, হ্রাসকৃত হারে কর আরোপের বিষয়টি বিদ্যমান আয়কর অধ্যাদেশ, The Customs Act এবং মূল্য সংযোজন কর আইন অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে। অনুরূপ সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে রপ্তানী বহুমূখীকরণ শিল্প খাত বিশেষ প্রাধাণ্য পাবে।

১১.৬ শিল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক কর যৌক্তিকিকরণ করা হবে।

১১.৭ স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর আরোপিত শুল্ক ও কর হার সম্পূর্ণরূপে তৈরী (Finished) পণ্য আমদানির উপর আরোপিত শুল্ক ও কর হার থেকে কম হবে।

১১.৮ (ক) গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প, কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড ও কৃষি পণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ইকো-প্রোডাক্ট এবং ডেইরি শিল্পের জন্য মূল্য সংযোজন কর হ্রাসকরণ সরকার কর্তৃক অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

(খ) স্থানীয় শিল্প প্রতিরক্ষণে অধিক মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী পূর্ণাঙ্গ ও স্থানীয় উৎপাদনমুখী শিল্পকে প্রণোদনা প্রদানে সরকার দ্রুত প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১.৯ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণ খাত এবং রপ্তানি বাণিজ্যে তুলনামূলক অধিক অংশীদারিত্বের জন্য নগদ প্রণোদনা (ক্যাশ ইনসেনটিভস) ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা হবে।

১১.১০ হস্ত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিদ্যমান কর অব্যাহতির সুবিধা অব্যাহত থাকবে এবং এ সুবিধা গ্রহণের জন্য হস্ত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মূলধনী যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ এবং বার্ষিক টার্নওভারের সীমা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে। হস্ত ও কারু শিল্পের যথাযথ বিকাশ ও উন্নয়নে আর্থিক, রাজস্ব ও বিপণনসহ বিবিধ প্রণোদনার ক্ষেত্রে হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা ২০১৫ প্রযোজ্য হবে।

১১.১১ স্থানীয়ভাবে সংযোজিত পূর্ণাঙ্গ জেনারেটর ও বিকল্প জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে সোলার প্যানেল এর আমদানি এবং স্থানীয় উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে সুবিধাদি বিদ্যমান কর বিধি অনুযায়ী প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনাবাসি বাংলাদেশিদের জন্য প্রণোদনা

১১.১২ অনাবাসি বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীগণ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মত একই সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

১১.১৩ বিনিয়োগকৃত মূলধনের পূর্ণ প্রত্যাবাসন এবং লাভ ও ডিভিডেন্ড সম্পূর্ণ স্থানান্তরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সুবিধাঅব্যাহত থাকবে। অনাবাসি বাংলাদেশি বিনিয়োগকারী যদি তার প্রত্যাবাসনযোগ্য ডিভিডেন্ড বা অর্জিত লাভ পুনরায় বিনিয়োগ করেন তাহলে তা নতুন বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করার বিধান অব্যাহত থাকবে।

১১.১৪ প্রাথমিক সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে অনাবাসি বাংলাদেশিদের জন্য কোটা সুবিধা বিদ্যমান সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী কার্যকর থাকবে।

১১.১৫ বাংলাদেশে (ক) শিল্প খাতে বিনিয়োগকারী (খ) বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী এবং (গ) এ দেশ থেকে যে সব অনাবাসি বিদেশে বাংলাদেশি পণ্য আমদানি করেন সে সব অনাবাসি বাংলাদেশিকে CIP পদমর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারা অব্যাহত রাখা হবে।

অন্যান্য প্রণোদনা

১১.১৬ রয়্যালটি, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদির জন্য যেকোনো বিদেশি সহযোগি, ফার্ম, কোম্পানি ও বিশেষজ্ঞকে প্রদেয় ফি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে দ্বৈত কর পরিহার চুক্তির আলোকে অব্যাহতির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১১.১৭ যে সকল দেশের সাথে দ্বৈত কর পরিহারের চুক্তি নেই সে সকল দেশের ক্ষেত্রেও সরকার যথাযথ মর্মে বিবেচনা করলে দ্বৈত কর হতে অব্যাহতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

১১.১৮ শিল্পখাতের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, প্রয়োজনীয় গ্যাস এবং পর্যাপ্ত জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

১১.১৯ সবুজ শিল্পায়ন তথা পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি (Renewable Energy) ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কারখানাকে বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় বিশেষ সুবিধা দেয়া হবে।

১১.২০ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এবং ব্যয় সাশ্রয়ী আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনে সক্ষম শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা দেয়া হবে।

১১.২১ বিনিয়োগের পরিমাণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা, পরিবেশবান্ধব উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং দেশের অর্থনীতির সক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে বৃহৎ আকারের শিল্প উদ্যোগকে ইপিজেড এলাকার শিল্পসমূহকে যে ধরনের সুবিধা ও প্রণোদনা দেয়া হয় তার সমতুল্য প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে।

১১.২২ শিল্প অবকাঠামো এবং ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উন্নয়নে বিশেষ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, গ্যাস, জাহাজ নির্মাণ, ঔষধ, আইসিটি, টেলিকমিউনিকেশন, সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার, পোর্ট পরিবহণ ও লজিস্টিক শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে বৃহৎ আকারের বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

১১.২৩ ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সম্ভাবনাময় প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অর্থায়ন এবং বিশেষায়িত সেবা প্রদান উৎসাহিত করা হবে।

১১.২৪ শিল্পখাতে বিকল্প অর্থায়নের জন্য মূলধন বাজারকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১১.২৫ দেশিয় শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে শিল্প ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য প্রতি বছর 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' প্রদান করা হবে।

১১.২৬ স্থানীয়/দেশিয় শিল্পের সুরক্ষার লক্ষ্যে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন কর্মকাণ্ড সাবকন্ট্রাকটিং/আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে স্থানীয়/দেশিয় এসএমইদের দ্বারা পরিচালনা উৎসাহিত করা হবে।

১১.২৭ উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে বহমুখি বাজার সুবিধা সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের প্রতি সম আচরণ

১১.২৮ দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি খাতে প্রতিষ্ঠিত একই ধরনের শিল্পের জন্য শুল্ক ও করের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য থাকবে না।

অধ্যায় -১২

শিল্প পণ্য উৎপাদন বৈচিত্র্যায়নে সহায়তা

১২.১ বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্য উৎপাদন এবং পণ্যের মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ল্যাবরেটরি, গবেষণা, উদ্ভাবনী এবং ডিজাইন সেন্টার তৈরি করা হবে।

১২.২ বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্য উৎপাদনে শিল্প খাতের নিম্নবর্ণিত কমপ্লায়েন্স অনুসরণ করা হবেঃ

ক) আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স মানদন্ড ও চাহিদার ভিত্তিতে সামাজিক, পরিবেশগত, রাসায়নিক নিরাপত্তা, পেশাগত ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স নির্দেশিকা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

খ) সরকারের অধীনে একটি সাসটেইনেবিলিটি ও কমপ্লায়েন্স সেল প্রতিষ্ঠা করা হবে। কর্মস্থলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সামাজিক কমপ্লায়েন্স মানদন্ড এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম আইন অনুসরণ করছে কিনা তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে।

১২.৩ পণ্যের বৈচিত্র্যায়নে উচ্চতর কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে খাতসমূহে কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।

১২.৪ পণ্য উৎপাদনকারী ছোট ছোট কারখানা আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতকারক খাত হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। এসব কারখানার সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে এবং অর্থনীতিতে এদের কাঙ্ক্ষিত মাত্রার অবদান পেতে প্রণোদনামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১২.৫ কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে মান, নকশা পণ্যের ধরন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পণ্য বৈচিত্র্যয়নে ক্লাস্টার শিল্প উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

১২.৬ বৈচিত্র রকমের পণ্য উৎপাদনের জন্য কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টারের (সিএফসি) পাশাপাশি প্রক্রিয়া ও উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে।

১২.৭ নতুন পণ্য উৎপাদনজনিত গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য এবং প্রক্রিয়া ও উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে।

১২.৮ বড় ব্র্যান্ড ও পাইকারদের সাথে সম্পর্ক তৈরির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বৈচিত্রপূর্ণ পণ্যের জন্য বাংলাদেশকে একটি বাজার হিসেবে তুলে ধরা হবে। এজন্য আন্তর্জাতিক মেলা ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদলে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বাজার প্রবেশ সুবিধা উন্নত করতে পদক্ষেপ নেয়া হবে। সরাসরি বাজারজাতকরণের সময় আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত পরিবেশগত, সামাজিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমপ্যায়েন্সের মানদন্ডসমূহের অগ্রগতি নিশ্চিত করণে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১২.৯ বৈচিত্রপূর্ণ পণ্যের রপ্তানি সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশের লাইসেন্সধারী রপ্তানিমুখী পণ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণ বন্ডেড অয়্যারহাউজ কাঠামোর অধীনে বিনা শুল্কে আমদানি করতে পারবে।

১২.১০ দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিতকরণে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবেঃ

ক. পণ্য উৎপাদন বৈচিত্রকরণ সহজীকরণে বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বা যৌথ উদ্যোগে কোম্পানি গঠনকে বিশেষ সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

খ. পণ্য বহুমুখীকরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সভা-সেমিনার ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

গ. বিদেশি বড় ব্যবসায়ী বাংলাদেশে তাদের কারখানা স্থানান্তর করতে আগ্রহী হলে উৎসাহব্যঞ্জক প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

১২.১১ কর ও নীতিমালা সংক্রান্ত পণ্য বৈচিত্র্যয়ন সুবিধা প্রদানঃ

কর, শুল্ক ও মূসক, ব্যবসা বান্ধব আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী উৎপাদন থেকে শুরু করে পন্য ক্রেতার কাছে পৌছানোর প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে এবং রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১২.১২ ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সুদৃঢ় করণে বৈশ্বিক রপ্তানি বাজারে ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতারা খুচরা বিক্রেতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে পণ্য উৎপাদন বৈচিত্র্যয়নে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১২.১৩ ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রতিষ্ঠা

বিডা, বেজা, বিসিক, বেপজা ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যাবতীয় সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

অধ্যায়-১৩

রপ্তানিমুখী শিল্প পণ্য উৎপাদন সম্প্রসারণ

১৩.১ রপ্তানিমুখী শিল্প পণ্য উৎপাদন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যের বৈদেশিক বাজার দখল তথা রপ্তানি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে শিল্প নীতি ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান সুসংহত করণে রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনায়ন, উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের স্থান সুদৃঢ়করণে রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদন বহমুখীকরণ একান্ত অপরিহার্য। কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রচলিত পণ্য যেমনঃ পাদুকা ও চামড়াজাত সামগ্রী, হালকা প্রকৌশল পণ্য (সাইকেল ও ইলেক্ট্রনিকস পণ্য) ঔষধ, সিরামিকস, পাটজাত পণ্য, সমুদ্রগামী জাহাজ এবং অন্যান্য বহুবিধ শ্রমঘন পণ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

১৩.২ রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী এসএমইদেরকে বিদ্যমান আর্থিকসহ সকল প্রণোদনায় অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১৩.৩ ম্যানুফেকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম কৌশল হল পণ্য বহুমুখীকরণ। রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য জাতীয় শিল্প নীতি নিম্নবর্ণিত তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করবে:

১. বহুমুখী রপ্তানীযোগ্য শিল্প পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান;

২. রপ্তানি প্রতিযোগী সক্ষমতা অর্জনের বাঁধা (শুল্ক, বাণিজ্য অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, টেলিযোগাযোগ, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি) চিহ্নিত করা।

৩. রপ্তানি বহুমুখীকরণ বিরোধী পক্ষপাত হ্রাসের কৌশল গ্রহণ।

১৩.৪ রপ্তানিমুখী পণ্যের বৃদ্ধির জন্য একটি প্রণোদনা কাঠামো তৈরি করা হবে যার মাধ্যমে পণ্য রপ্তানি বহুমুখীকরণ সম্ভব হবে। রপ্তানি ও দেশীয় বাজারে বিক্রির ক্ষেত্রে দামের তুলনামূলক ব্যবধানের বৈষম্য কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৩.৫ রপ্তানিকারকদের সহযোগিতা করার জন্য আমদানি শুল্ক যুগোপযোগী করা হবে যাতে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের চেয়ে আমদানি প্রতিস্থাপনকারী পণ্য উৎপাদনে পুঁজির স্থানান্তরে উৎসাহিত হয়। এছাড়াও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে।

১৩.৬ সরকার শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোষাক খাত এবং অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের জন্য উন্মুক্ত বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে যাতে বিশ্ব বাজারে বিশেষ প্রবেশাধিকার সুবিধা ও বিশেষ শুল্কাধীন পণ্যাগার ও ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সুবিধাসহ তৈরি পোশাক খাতের বাইরের অন্যান্য রপ্তানি পণ্য এগিয়ে যেতে পারে।

১৩.৭ স্বল্পন্নোত দেশ থেকে উত্তরণের পর শিল্পায়নে সফলতা অর্জনে নিম্নরূপ কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে:

(১) দক্ষতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দীর্ঘ সময় ব্যাপী সংরক্ষিত শিল্প খাতের সংরক্ষণ মাত্রা প্রয়োজনীয়তার নিরিখে হালনাগাদ করা হবে। আমদানি প্রতিস্থাপনকারী পণ্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ প্রদানের কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে।

(২) শুল্ক যৌক্তিকীকরণ: বাংলাদেশের নমিনাল ও কার্যকর সংরক্ষণ শুল্ক মাত্রা বিশ্বে সর্বোচ্চ। এছাড়া শুল্ক বৃদ্ধি এবং আউটপুট ও ইনপুটের নমিনাল শুল্ক হারের ব্যবধান অনেক বেশি। যেহেতু প্রচলিত উচ্চ শুল্কহার ব্যবস্থা রপ্তানি প্রতিযোগিতা ক্ষমতার ভিত্তি নষ্ট করে দেয় সেহেতু দেশে উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যের ওপর Nominal Rate of Protection যৌক্তিক করার কার্যক্রম জোরালোভাবে শুরু করা দরকার। আমদানি প্রতিস্থাপনকারী ভোগপণ্যের ওপর এনপিআর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক যৌক্তিকীকরণ করা হবে।

(৩) বাংলাদশের তৈরি পোশাক শিল্পের ন্যায় অন্যান্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রেও আমদানিকৃত সরঞ্জামের ওপর করমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হবে। এ বিধান উৎপাদনের আংশিক রপ্তানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(৪) বিশ্বের যে কোন জায়গায় সন্নিবেশিত করা যায় এমন মধ্যবর্তী পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের উৎপাদকদের তৈরি নেটওয়ার্ক সৃষ্ট সুযোগ এর সদ্বব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে।

(৫) দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী অর্থায়নের সুযোগ: দেশের ছোট-বড় সকল রপ্তানিকারকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী অর্থায়ন নিশ্চিত করা হবে যাতে ছোট ছোট রপ্তানিকারকদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হতে হয়।

(৬) সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই): প্রযুক্তি হস্তান্তর, বিদেশী বাজার তৈরি এবং দেশে চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের সাথে অংশীদারিত্ব আমাদের রপ্তানি বহুমূখীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বয়ে আনতে পারে এমন সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হবে যাতে বাংলাদশের উৎপাদন খাতকে বৈশ্বিক উৎপাদন খাতে সর্বাধুনিক অগ্রগতির সাথে তাল মেলাতে সহায়তা করতে পারে।

(৭) দেশে উৎপাদিত পণ্যের বহির্বিশ্বে বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, উত্তর আমেরিকা, জাপান ও বিকাশমান অর্থনীতির বৃহত্তম বৈশ্বিক বাজারে সফলভাবে প্রবেশ করার জন্য দূতাবাসের মাধ্যমে সরকারি সাহায্য ও সহায়তা প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ।

অধ্যায় -১৪

বিদেশি বিনিয়োগ প্রসার

১৪.১ সবুজ/উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন, উদ্ভাবনীমূলক এবং যেসব শিল্পের দক্ষতা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে স্থানীয় শিল্পকে উন্নততর মূল্যস্তর এবং বিনিয়োগ বৈচিত্রকরণে সহায়ক, বৃত্তাকার অর্থনীতি গঠনে সহায়ক শিল্প হিসেবে ভূমিকা পালন করবে সেসব শিল্পে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে এবং তাদের জন্য বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ থাকবে।

১৪.২ শিল্পায়নের গতি সঞ্চারে এবং উন্নততর মূল্য সংযোজনকারী, অপ্রচলিত সম্ভাবনাময় শিল্প স্থাপনে বিশ্বসেরা প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষ বিনিয়োগ প্রণোদনা সুবিধা প্রদান করা হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শিল্প বিনিয়োগ সহজীকরণের লক্ষ্যে One Stop Service সহ অন্যান্য সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪.৩ সম্পূর্ণ বিদেশি বিনিয়োগে কিংবা দেশি-বিদেশি যৌথ বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি স্টক মার্কেটে অংশগ্রহণের নিমিত্ত বিদ্যমান সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী সুযোগ অব্যাহত থাকবে।

১৪.৪ বিদেশি বিনিয়োগকারী/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় ব্যাংক হতে প্রচলিত বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে চলতি মূলধন (working capital) ঋণ গ্রহণের সুযোগ অব্যাহত থাকবে।

১৪.৫ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাবসনযোগ্য ডিভিডেন্ড কিংবা অর্জিত মুনাফা দেশে পুনর্বিনিয়োগ নতুন বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার এবং প্রচলিত বিধান সাপেক্ষে বিদেশি ঋণের উপর সুদ ও কর অব্যাহতি পাওয়ার সুযোগ অব্যাহত থাকবে। এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪.৬ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয়সুযোগ-সুবিধাযুক্ত দেশভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল/শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট খাতের উৎপাদন কাঠামো বিভিন্ন মূল্য সংযোজনের স্তরেযুক্ত হওয়ার সুবিধা থাকবে।

১৪.৭ কোন বিদেশি বিনিয়োগকারী ১০ (দশ) লক্ষ ইউএস ডলার বিনিয়োগ করলে বা ২০ (বিশ) লক্ষ ইউএস ডলার কোন স্বীকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করলে তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন। বিদেশি বিনিয়োগকারীকে ন্যূনতম ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) ইউএস ডলার বিনিয়োগে স্থায়ী রেসিডেন্টশিপ প্রদান করা হবে। সম্ভাবনাময় বিদেশি বিনিয়োগকারীকে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের মাল্টিপল ভিসা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪.৮ দেশিয় শিল্পোদ্যোক্তাদের মতো বিদেশি শিল্পোদ্যোক্তাগণও বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রযোজ্য বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রদত্ত প্রণোদনাসহ সময়ে সময়ে প্রদত্ত সুবিধাসমূহ ভোগ করবেন। এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

১৪.৯ স্থানীয় পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত/অনুমোদিত শিল্প এবং এতে নিয়োগপ্রাপ্ত বিদেশি কারিগরদের ক্ষেত্রে পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত ওয়ার্ক পারমিটের কর্মানুমতির ভিত্তিতে আয়কর প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার দেশের নাগরিকদের জন্য দ্বৈতকর (double taxation) রহিতকরণের বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তি কিংবা অন্য কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাকে শুধু বাংলদেশে ব্যক্তিগত আয়কর প্রদান করতে হবে। এ বিষয়টি সহজতমভাবে বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ববোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪.১০ বিদ্যমান আইনের আওতায় বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত মূলধন পূর্ণ প্রত্যাবাসনের সুবিধা প্রদান অব্যাহত থাকবে। অনুরূপভাবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর পরিশোধ সাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগের ডিভিডেন্ড সম্পূর্ণ স্থানান্তরযোগ্য।

১৪.১১ বাংলাদেশে নিয়োগ প্রাপ্ত বিদেশি নাগরিকদের মজুরি এবং নিয়োগের শর্ত মোতাবেক তাদের সঞ্চয় ও অবসরকালীন সুবিধাদি প্রচলিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যাবাসনের সুযোগ থাকবে।

১৪.১২ স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারী কোম্পানি কিংবা যৌথ বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে বিদেশি দক্ষ পেশাজীবীদের 'ওয়ার্ক পারমিট' প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ভিসা নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে বিদেশি দক্ষ পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়োগকালের জন্য 'মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা' প্রদান করা হবে।

১৪.১৩ বিদেশি দক্ষ কর্মী নিয়োগের বিষয়ে বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা (BEPZA), বেজা (BEZA), ইপিবি (EPB), বিসিক যৌথভাবে নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে। এছাড়া বাংলাদেশে কোন ভারী শিল্পে কিংবা দীর্ঘ মেয়াদে কোন শিল্পে/ব্যবসায়ে কমপক্ষে ১০ (দশ) মিলিয়ন (একশত লাখ) মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছেন এরূপ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অব্যাহত আছে মর্মে বিসিক, বিনিয়োগ বোর্ড/বেজাকর্তৃক প্রত্যয়ন সাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগকারী বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় "No Visa Required (NVR)" সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

১৪.১৪ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ করে হস্ত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগকারীকে বিসিক শিল্প নগরীতে/অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

১৪.১৫ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে আইসিটি সংশ্লিষ্ট উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

১৪.১৬ সরকারি বা বেসরকারি দেশি এবং বিদেশি যৌথ বিনিয়োগে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরকে গুরুত্ব দেয়া হবে।

১৪.১৭ বিনিয়োগকৃত সংস্থায় নিয়োজিত শ্রমিকদের চাকরি মান যথাযোগ্য হতে হবে। তাদের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেশের এবং আর্ন্তজাতিক মান অনুযায়ী হতে হবে।

১৪.১৮ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় দেশে বিনিয়োগ আহরণে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার বিশ্বে প্রচলিত নির্ণায়ক সমূহের আলোকে বিনিয়োগ বিকাশে সম্পৃক্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, কর্মপদ্ধতি, গ্রাহকসেবা পদ্ধতি বিশ্বমানের হতে হবে। এ কাজ বাস্তবায়নে সংস্থাসমূহ সময়াবদ্ধ কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করবে।

১৪.১৯ সরকার অনগ্রসর খাত, অঞ্চল, জনগোষ্ঠী এর বিকাশে এ সকল অংশে বিনিয়োগে প্রযোজ্য প্রণোদনা প্রদান করবে। এ লক্ষ্যে এ খাতসমূহের সাথে সম্পৃক্ত সকলের সাথে আলোচনা করে সরকার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

অধ্যায়-১৫

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী প্রযুক্তির প্রসার

১৫.১ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের এ যুগে বাংলাদেশের সব খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ও সময়ের সাথে বৈশ্বিক প্রতিযোগী সক্ষমতা ধরে রাখতে উৎপাদন খাতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সুবিধা গ্রহণে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে।

১৫.২ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আইওটি, ব্লকচেইন, রোবটিক্স ও অটোমেশন ইত্যাদি ব্যবহারে দ্রুত ত্বরান্বিত করতে কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

১৫.৩ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগাতে প্রধানতম লক্ষ্য হবে এ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী সুদক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি এবং এ লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকর পরিবর্তন করা হবে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল ভোগ করতে জ্ঞানভিত্তিক এই শিল্প বিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

১৫.৪ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে বিপুল পরিমাণ মানুষ চাকরি হারালেও এর বিপরীতে সৃষ্টি হবে নতুন ধারার নানাবিধ কর্মক্ষেত্র। এই বিপ্লবের ফলে দেশের মানুষের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবন মান বাড়বে। এ লক্ষ্যে মানুষের জীবন মানকে বেশি মাত্রায় প্রযুক্তি নির্ভর করতে আমদানি - রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ থেকে সহজতর করা হবে।

১৫.৫ অনলাইন প্লাটফর্মকে পুঁজি করে কর্মসংস্থানকারীদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গী করতে দেশের সাবমেরিন ক্যাবলের সক্ষমতাকে আরও বাড়ানো হবে। পাশাপাশি দেশের নির্মিত ও নির্মাণাধীন হাইটেক পার্কগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে যাতে বাংলাদেশে একটি বিশাল অঙ্কের মানুষের কাজের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

১৫.৬ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রসার ঘটাতে আইসিটি বিষয়ক শিল্প পণ্যের রপ্তানি প্রসারণ ও বহুমুখীকরণে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা বৃদ্ধি করা হবে। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিকতর উন্নত প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে যাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে এবং একই সাথে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১৫.৭ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের কারণে স্পিল ওভার সুবিধার মাধ্যমে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এভাবে তাদের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় -১৬

পরিবেশবান্ধব শিল্প ব্যবস্থাপনা

১৬.১ শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (কঠিন ও তরল) এবং পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে শিল্প ও ব্যবসা সংগঠন, এনজিও ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনকে উৎসাহিত করা হবে।

১৬.২ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে তরল বর্জ্য পরিশোধনে ETP, CETP স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫, বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।

১৬.৩ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কঠিন বর্জ্য বাবস্থাপনার নিমিত্ত প্রতিটি কারখানায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আধুনিক মানসম্মত ডাম্পিং ইয়ার্ড স্থাপনে উৎসাহ করত: পুন: ব্যবহারযোগ্য পণ্যে রূপান্তরে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৬.৪ গ্রীন ইন্ডাস্ট্রি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রশমন (mitigation) ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করা হবে।

১৬.৫ বিশ্বব্যাপী গ্রীন হাউস গ্যাস (GHG) নিঃসরণ হ্রাস করণে দেশে স্থাপিত শিল্প কারখানার নিঃসরণ মানমাত্রা নিশ্চিত করণে Nationally Determind Contributions (NDC)'র রোডম্যাপ অনুসরণে প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা হবে।

১৬.৬ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে নিবিড় চাষাবাদযোগ্য (intensive cultivable) ও অধিক উৎপাদনশীল কৃষিভূমি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা হবে।

১৬.৭ কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন অব্যবহৃত উপজাত দ্বারা বিভিন্ন পণ্য ও জৈব সার উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

১৬.৮ শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Strategy অনুসরণে শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে।

১৬.৯ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এতদ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং দেশীয় প্রচলিত আইন ও বিধি বিধান অনুসরণে উৎসাহ প্রদান ও আর্থিক প্রণোদনাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সব ধরণের সহায়তা দেয়া হবে।

১৬.১০ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও উৎপাদনমুখী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হবে।

অধ্যায় -১৭

দক্ষতা উন্নয়ন

১৭.১ দেশি ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বর্তমান ও ভবিষৎ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে 'দক্ষ জনশক্তি চাহিদা ও সরবরাহ তথ্যভান্ডার' গড়ে তোলা হবে এবং এ ভান্ডার থেকে সরকারি ও ব্যক্তি উভয়খাতে শিল্প, পরিকল্পনাবিদ এবং ব্যবস্থাপকদেরকে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করা হবে।

১৭.২ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী এবং এলডিসি গ্রাজুয়েশন পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জন্য দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৭.৩ সরকারি ও ব্যক্তি খাতের শিল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়ানোর জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন করা হবে।

১৭.৪ কর্পোরেট নেতৃত্বের উন্নয়নে ব্যক্তি খাতের পেশাজীবিদের প্রশিক্ষণ প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

১৭.৫ মানব সম্পদ পুঁজি গঠনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হবেঃ

(ক) শিল্পের উৎপাদন ও সেবাখাতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০২১ এর আলোকে National Skill Qualification (NSQF)/BNQF অনুসারে দক্ষতা স্তর উপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ;

(খ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সাথে সঙ্গতি রেখে শিল্প এবং মেধা স্বত্ববিষয়ক কোর্স ও কারিকুলাম প্রণয়ন;

(গ) সকল দক্ষতা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (Competency Based Training and Assessment) ব্যবস্থা প্রবর্তন করে Third Party Assessor এর মাধ্যমে দক্ষতা লেভেল যাচাইপূর্বক জাতীয়ভাবে সনদায়ন চালু করা হবে;

(ঘ) প্রশিক্ষণকে সময়োপযোগী এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিদ্যমান খ্যাতিমান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে Skilled Training বৈশ্বিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ।

(ঙ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামোর বাইরে স্ব-উদ্যোগে আহরিত দক্ষতার স্বীকৃতি অর্থাৎ পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির (Recognition of Prior Learning) সনদকে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য করা হবে।

(চ) মান-সম্মত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এছাড়াও সর্বোত্তম চর্চা, গবেষণা এবং উন্নত প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন লাইন সম্পর্কে ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

১৭.৬ শ্রমশক্তিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ও উৎপাদন লাইন সম্পর্কে কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে হাতে-কলমে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ও উৎপাদন লাইন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ কার্যক্রম (Apprenticeship) কে শক্তিশালী করা হবে।

১৭.৭ দেশিয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত ও দক্ষ জনসম্পদ (কৃষিবিদ, প্রকৌশলী, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য ডিপ্লোমাধারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুব সম্প্রদায়) এর জন্য উপযুক্ত আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে এবং চাকরি প্রাপ্তি সহজীকরণ ও সহজ অনুসন্ধানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হবে।

১৭.৮ উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ এবং একইসাথে বাজার সংযোগ ও বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

১৭.৯ শিল্পায়ন দ্রুততর এবং এর ভিত্তি মজবুত করতে দেশের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিকাশের স্বার্থে ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোড়দারকরণে গুরুত্বারোপ করা হবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, পণ্যের বহুমুখীতা নিশ্চিতকরণ এবং শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, আহরণ, অভিযোজন ও সম্প্রসারণে বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে শিল্প উদ্যোক্তাদের নিবিড় যোগাযোগ সম্প্রসারণ করা হবে।

অধ্যায়-১৮

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

১৮.১ এ শিল্পনীতি বিদ্যমান আইন ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিল্পোন্নয়নের সম্ভাব্য পরিবেশ তুলে ধরেছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহ শিল্পনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের বর্তমান আইন-বিধি পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনবোধে বিদ্যমান আইন ও বিধির সংশোধন করবে।

১৮.২ সকল সরকারি সংস্থা জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ অনুসরণ করবে। এ নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ (Monitor) করা হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রেখে এ নীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হবে।

১৮.৩ জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে একটি 'সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা' গ্রহণ করা হবে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতভুক্ত প্রতিষ্ঠান/সংগঠন শিল্প মন্ত্রণালয়কে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে। উক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাবে।

১৮.৪ জাতীয় অর্থনীতিতে এ শিল্পনীতির সামগ্রিক অবদান পর্যালোচনার জন্য মধ্যম এবং সমাপনী মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৮.৫ জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এর বাস্তব প্রয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হবে।

১৮.৬ জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID)

দেশব্যাপী ব্যাপক ভিত্তিতে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID) গ্রহণ করে থাকে। এ পরিষদের সভাপতি হলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সহ সভাপতি হলেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী। এ পরিষদ নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হবেঃ

০১।	প্রধানমন্ত্রী	- সভাপতি
০২।	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সহ-সভাপতি
০৩।	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৪।	মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৫।	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৬।	মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৭।	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৮।	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৯।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড	- সদস্য
১০।	প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১১।	প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১২।	চেয়ারম্যান, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন	- সদস্য
১৩।	প্রত্যেক বিভাগ থেকে একজন করে সংসদ সদস্য	- সদস্য
১৪।	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	- সদস্য
১৫।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৬।	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	- সদস্য
১৭।	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৮।	সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	- সদস্য
১৯।	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	- সদস্য
২০।	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২১।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেজা	- সদস্য
২২।	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	- সদস্য
২৩।	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	- সদস্য
২৪।	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২৫।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২৬।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২৭।	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২৮।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেপজা	- সদস্য
২৯।	বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	- সদস্য
৩০।	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	- সদস্য
৩১।	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)	- সদস্য
৩২।	সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই)	- সদস্য
৩৩।	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)	- সদস্য
৩৪।	সভাপতি, ফরেন ইনভেস্টরস্ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফআইসিসিআই)	- সদস্য
৩৫।	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস মেনুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)	- সদস্য
৩৬।	সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ)	- সদস্য
৩৭।	সভাপতি, বাংলাদেশ নীটউইয়ার মেনুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)	- সদস্য
৩৮।	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)	- সদস্য
৩৯।	সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন	- সদস্য
৪০।	চেয়ারপার্সন, উইমেন এন্ট্রেপ্রিনিউয়ার্স এসোসিয়েশন	- সদস্য
৪১।	সরকার মনোনীত ন্যূনতম দুইজন বিশিষ্ট শিল্পপতি	- সদস্য
৪২।	অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আস), শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য সচিব

১৮.৬.১ প্রতি ছয় মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হবে। শিল্প মন্ত্রণালয় এ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

১৮.৬.২ পরিষদের সদস্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উল্লেখ থাকলেও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন।

১৮.৬.৩ পরিষদ আবেদনকারী কোন উদীয়মান যোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতে অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা দিতে পারবে। বিদ্যমান অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতের পর্যালোচনা ও তালিকা হালনাগাদ করাসহ প্রদেয় প্রণোদনাসমূহের ধরন ও শর্ত নির্ধারণ করবে এবং শিল্পনীতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করবে।

১৮.৬.৪ বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় পরিষদে আরো সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে। যখন কোন সুনির্দিষ্ট উপ-খাত বিষয়ক আলোচনা হবে তখন উপ-খাতের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

১৮.৭। জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCID)

০১।	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	- আহবায়ক
০২।	প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	- যুগ্ম আহ্বায়ক
০৩।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড	- সদস্য
০৪।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৫।	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	- সদস্য
০৬।	সচিব, অর্থ বিভাগ	- সদস্য
০৭।	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	- সদস্য
০৮।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
০৯।	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১০।	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১১।	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১২।	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	- সদস্য
১৩।	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৪।	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	- সদস্য
১৫।	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	- সদস্য
১৬।	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৭।	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৮।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৯।	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২০।	সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২১।	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২২।	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
২৩।	সদস্য-২, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন	- সদস্য
২৪।	ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	- সদস্য
২৫।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেপজা, বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি	- সদস্য
২৬।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেজা, বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোনস অথরিটি	- সদস্য
২৭।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	- সদস্য
২৮।	চেয়ারম্যান, বিসিক	- সদস্য
২৯।	বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	- সদস্য
৩০।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আইসিবি	- সদস্য
৩১।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	- সদস্য
৩২।	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	- সদস্য
৩৩।	সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই)	- সদস্য
৩৪।	সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই)	- সদস্য
৩৫।	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)	- সদস্য
৩৬।	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)	- সদস্য
৩৭।	সভাপতি, ফরেন ইনভেস্টরস্ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফআইসিসিআই)	- সদস্য
৩৮।	সভাপতি, চিটাগং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (সিসিসিআই)	- সদস্য

৩৯।	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)	- সদস্য
৪০।	সভাপতি, বিপিজিএমইএ, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফেকচারাস এন্ড এক্সপোর্টাস এসোসিয়েশন	- সদস্য
৪১।	সভাপতি, উইমেন এন্ট্রাপ্রিনিওয়ার্স নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (ওয়েন্ড)	- সদস্য
৪২।	যুগ্মসচিব/উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য-সচিব

১৮.৭.১ উক্ত কমিটি প্রয়োজনে প্রতি তিন মাস অন্তর সভা করবে।

১৮.৭.২ কমিটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে স্বীকৃতির জন্য কোন আবেদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা পর্যালোচনা করবে এবং এনসিআইডি-এর নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করবে।

১৮.৭.৩ পরিবেশ রক্ষাসহ শিল্পনীতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা কমিটি তা পরিবীক্ষণ করবে এবং নীতি বাস্তবায়নে কোথাও কোন সমস্যা হলে তা সমাধান কিংবা সমাধানের সুপারিশ করবে কিংবা অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের অবহেলা বা অনীহা পরিলক্ষিত হলে বা অনুরূপ কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা খতিয়ে দেখবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে।

১৮.৭.৪ প্রয়োজনে কমিটিতে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

১৮.৮ গবেষণা, নিরীক্ষা ও উপাত্ত সেল

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানসহ একটি গবেষণা, নিরীক্ষা ও উপাত্ত সেল স্থাপন করা হবে। এই সেলের প্রধান উদ্দেশ্য হবেঃ

ক. শিল্পনীতির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নীতি/সুপারিশমালা প্রণয়ন করা;

খ. বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন ও জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে এই সেলের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে।

১৮.৯ বাস্তবায়ন **কমিটি**

০১।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	- আহবায়ক
০২।	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি	- সদস্য
০৩।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি	- সদস্য
০৪।	বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি	- সদস্য
০৫।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের)	- সদস্য
০৬।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের)	- সদস্য
০৭।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের)	- সদস্য
০৮।	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের)	- সদস্য
০৯।	পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের)	- সদস্য
১০।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের)	- সদস্য
১১।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের)	- সদস্য
১২।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের)	- সদস্য
১৩।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের)	- সদস্য
১৪।	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের)	- সদস্য
১৫।	বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি এর প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের)	- সদস্য
১৬।	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	- সদস্য
১৭।	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)	- সদস্য
১৮।	চেয়ারপারসন, উইমেন এন্ট্রাপ্রিনিউয়ার্স এসোসিয়েশন	- সদস্য
১৯।	সভাপতি, উইমেন এন্ট্রাপ্রিনিওয়ার্স নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (ওয়েন্ড)	- সদস্য
২০।	উপসচিব (নীতি)/সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

১৮.৯.১ দেশে পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু শিল্পায়নে শিল্পোদ্যাক্তাদের শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও এগুলো দক্ষভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে কমিটি প্রয়োজনীয় তথ্যভিত্তিক পরামর্শ ও সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে;

১৮.৯.২ ইতঃপূর্বে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানাগুলোর বিদ্যমান বিবিধ সমস্যাবলি নিরসনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন ও সহায়তা প্রদান করবে।

১৮.৯.৩ প্রতি তিন মাস অন্তর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

১৮.৯.৪ কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

অধ্যায়-১৯

জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রম	বিষয়/অধ্যায়	অনুচ্ছেদ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাস্তবায়ন কাল	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
১.	অনানুষ্ঠানিক খাতের উদ্যোক্তাদের নিবন্ধন ও উন্নয়ন	৪.২	• অনানুষ্ঠানিক খাতের উদ্যোক্তাদের নিবন্ধন ও উন্নয়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও মেয়াদভিত্তিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা	শিল্প মন্ত্রণালয়	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	বিসিক ও এসএমইএফ
		৪.৮.১	• অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত 'জাতীয় ই-ডেটাবেজ' তৈরি করা	এসএমইএফ ও এটুআই	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিক, বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেড বডি
		৪.৯.৪	• ই-কমার্স, অনলাইন সাপোর্ট, আউটসোর্সিং ও আইটিভিত্তিক এপ্লিকেশনের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক এমএসএমই উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা	বিসিক, এসএমইএফ, ও এনপিও	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	আইসিটি বিভাগ, এটুআই, নাসিব, বেসিস, বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেড বডি
২.	স্টার্ট-আপ বা নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও বিকাশ	৫.১.৪	• বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রতিযোগিতা (বিজনেস প্ল্যান কম্পিটিশন) আয়োজন করা	এসএমইএফ	জুন ২০২৫ থেকে জুলাই ২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয় ও সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়
		৫.১.৫	• অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তাদের পরামর্শ ও তথ্য সেবা প্রদান করা	বিসিক ও এসএমইএফ	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়
		৫.১.৮	• স্টার্ট-আপ/নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য 'স্টার্ট-আপ ফিন্যান্সিং স্কিম' চালু করা	বাংলাদেশ ব্যাংক	জুন ২০২৫ থেকে জুলাই ২০২৭	অর্থ মন্ত্রণালয়
৩.	নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ	৬.৩	• নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা	এসএমইএফ ও বিসিক	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্য সংগঠন
			• নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সংযোগ ও বাজার সম্প্রসারণ করা	এসএমইএফ ও বিসিক	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, নাসিব, এফবিসিসিআই ও সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্য সংগঠন
		৬.৪.৪	• এসএমই খাতে মোট বরাদ্দের ন্যূনতম ২৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে রাখা •	বাংলাদেশ ব্যাক, এসএমইএফ ও বিসিক	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
		৬.৪.৯	• বিশ্ব বাজারে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করার জন্য নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানিতে বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিক, এসএমইএফ, নাসিব, এফবিসিসিআই ও সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্য সংগঠন

ক্রম	বিষয়/অধ্যায়	অনুচ্ছেদ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাস্তবায়ন কাল	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
৪.	অনগ্রসর এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান	৭.২	• সরকারি শিল্প কারখানার অব্যবহৃত জমিসহ সরকারি খাসজমিতে এবং পরিবেশসম্মতভাবে অঞ্চল উন্নয়ন করে সারাদেশব্যাপী শিল্পখাতভিত্তিক আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ও পরিবেশবান্ধব মনোটাইপ/ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্পনগরী/শিল্প পার্ক স্থাপন করা	শিল্প মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	বিসিক, এসএমইএফ ও বেজা
		৭.৪	• অর্থনৈতিক অঞ্চল এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানার চাহিদার ভিত্তিতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং সেবামূলক অগ্র/পশ্চাৎ শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান করা	বেজা	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	বিসিক ও এসএমইএফ
		৭.৯	• অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক, বিসিক শিল্পনগরী/শিল্প পার্ক, জীব প্রযুক্তি পার্কে স্থাপিত শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যের হাউজ সুবিধা প্রদান করা • রপ্তানিমুখী শিল্পে উৎপাদিত পণ্যসমূহকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিসক্ষম করার জন্য নগদ প্রণোদনা এবং শুল্ক প্রত্যার্পণ ও শুল্ক মওকুফ সুবিধা প্রদান করা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এনবিআর	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিক, এসএমইএফ, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, এফবিসিসিআই, সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্য সংগঠন
৫.	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর	৮.১	• রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতকে লাভজনক, প্রতিযোগিতা শিল্প প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর কার্যসম্পাদন দক্ষতা (Performance Efficiency) বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা	শিল্প মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রায়াত্ত কর্পোরেশন ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ
		৮.১১	• রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প কারখানাগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং এগুলোকে লাভজনক করার নিমিত্ত জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা	সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রায়াত্ত কর্পোরেশন ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
৬.	উৎপাদনশীলতাকে বৈশ্বিক প্রতিযোগী সক্ষম স্তরে উন্নয়ন	৯.১	• শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সম্পদের উৎপাদনশীলতা বিশেষ করে সবুজ উৎপাদনশীলতার (Green productivity) উপর গুরুত্বারোপ করে আঞ্চলিক উৎপাদনশীলতা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কার্যক্রম গ্রহণ করা	এনপিও, এসএমইএফ ও বিসিক	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্য সংগঠন
৭.	পণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ, উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা	১০.২	• মেধাসম্পদ সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) এর আলোকে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা	ডিপিডিটি	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৫	শিল্প মন্ত্রণালয়, এসএমইএফ, বিসিক, এফবিসিসিআই, সংশ্লিষ্ট খাতের বাণিজ্য সংগঠন
		১০.৬	• দেশে উৎপাদিত পণ্যের মান (Standard) নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের (Harmonization of Standards) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া	বিএসটিআই	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএবি এসএমইএফ, বিসিক, এফবিসিসিআই, সংশ্লিষ্ট খাতের বাণিজ্য সংগঠন
		১০.৮	• প্রতিটি বিভাগে মেধাসম্পদ বিষয়ক সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা	ডিপিডিটি, এসএমইএফ ও বিসিক	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, সংশ্লিষ্ট খাতের বাণিজ্য সংগঠন
৮.	শিল্প পণ্য উৎপাদন বৈচিত্র্যায়নে সহায়তা	১২.১	• বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্য উৎপাদন এবং পণ্যের মান উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট ল্যাবরেটরি, গবেষণা, উদ্ভাবনী এবং ডিজাইন সেন্টার তৈরি করা	বিসিএসআইআর	জুন ২০২৩ থেকে জুলাই ২০২৪	শিল্প মন্ত্রণালয়, এসএমইএফ, বিসিক ও শিল্প ও ব্যবসা সংগঠন

ক্রম	বিষয়/অধ্যায়	অনুচ্ছেদ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাস্তবায়ন কাল	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
৯.	স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর শিল্পায়নের কৌশল বাস্তবায়ন	১৩.৭	• দেশে উৎপাদিত পণ্যের বহির্বিশ্বে বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বৈশ্বিক বাজারে সফলভাবে প্রবেশ করার জন্য দূতাবাসের মাধ্যমে সরকারি সাহায্য ও সহায়তা প্রাপ্তির উদ্যোগ করা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি	জুন ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৬	শিল্প মন্ত্রণালয়, এসএমইএফ, বিসিক, শিল্প ও ব্যবসা সংগঠন
১০.	বিদেশি বিনিয়োগ প্রসার	১৪.৬	• বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাযুক্ত দেশভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল/শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠা করা	বেজা	জুন ২০২৫ থেকে জুলাই ২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প ও ব্যবসা সংগঠন
		১৪.১৩	• বিদেশি দক্ষ কর্মী নিয়োগের বিষয়ে নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করা	বিডা, বেজা, বেপজা ও বিসিক	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৩	শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প ও ব্যবসা সংগঠন
১১.	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী শিল্প প্রযুক্তির প্রসার	১৫.২	• চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আইওটি, ব্লকচেইন, রোবটিক্স ও অটোমেশন ইত্যাদি ব্যবহারে দ্রুত কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা	আইসিটি বিভাগ	জুন ২০২৫ থেকে জুলাই ২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ও ব্যবসা সংগঠন ও এনজিও
		১৫.৭	• ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রসার ঘটাতে আইসিটি বিষয়ক শিল্প পণ্যের রপ্তানি প্রসারণ ও বহুমুখীকরণে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা বৃদ্ধি করা • সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিকতর উন্নত প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	বিডা, বেজা, বেপজা ও বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	জুন ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৭	আইসিটি বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএ, বিটিএমএ, বিকেএমইএ ও বিজিএপিএমইএ
১২.	পরিবেশবান্ধব শিল্প ব্যবস্থাপনা	১৬.২	• শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে তরল বর্জ্য পরিশোধনে ETP, CETP স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা	পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিসিক	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বেপজা, বেজা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএ, বিটিএমএ, বিকেএমইএ ও বিজিএপিএমইএ, ব্যবসা সংগঠন, এনজিও ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান
		১৬.৪	• গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রশমন (mitigation) ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করা	পরিবেশ অধিদপ্তর	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	
		১৬.৮	• শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Strategy অনুসরণে শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করা	পরিবেশ অধিদপ্তর, বিসিক, এসএমইএফ	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	
১৩.	দক্ষতা উন্নয়ন	১৭.৬	• শ্রমশক্তিকে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ও উৎপাদন লাইন সম্পর্কে কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে হাতে-কলমে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৭	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনএসডিসি সচিবালয়, এফবিসিসিআই

অধ্যায়-২০

পরিশিষ্ট-১

রপ্তানী বহুমুখীকরণ শিল্প খাত (দ্রষ্টব্য অনুঃ ৩.৩.১৯)

(১) তৈরী পোশাক শিল্প
(২) কৃত্রিম ফাইবার শিল্প
(৩) গার্মেন্টস এক্সেসরিজ শিল্প।
(৪) ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প;
(৫) প্লাষ্টিক শিল্প;
(৬) চামড়াজাত শিল্প;
(৭) পাটজাত শিল্প
(৮) কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প
(৯) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প
(১০) জাহাজ নির্মাণ শিল্প
(১১) ফার্নিচার শিল্প;
(১২) হোম টেক্সটাইল শিল্প এবং
(১৩) একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই)শিল্প
(১৪) অটোমোবাইল প্রস্তুত ও মেরামতকারী শিল্প
(১৫) লজিস্টিকস শিল্প খাত

পরিশিষ্ট-২

বিশেষ উন্নয়নমূলক শিল্পখাত: (দ্রষ্টব্য অনুঃ ৩.৩.২০)

(১) ইলেকট্রিক ও ইলেক্টনিক শিল্প;
(২) সিরামিক শিল্প;
(৩) মৎস্য শিল্প;
(৪) প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং শিল্প;
(৫) জুয়েলারি শিল্প;
(৬) পেপার ও পেপার প্রোডাক্টস;
(৭) রাবার শিল্প;
(৮) রেশম শিল্প;
(৯) হস্ত ও কারু শিল্প
(১০) তাঁতজাত শিল্প;
(১১) সোলার এনার্জি;
(১২) কাজুবাদাম (কাঁচা এবং প্রক্রিয়াকৃত);
(১৩) জীবন্ত ও প্রক্রিয়াজাত কাঁকড়া;
(১৪) খেলনা শিল্প;
(১৫) আগর শিল্প।
(১৬) হালাল মাংস ও মাংসজাত পণ্য এবং অন্যান্য হালাল পণ্য
(১৭) রিসাইকেল্ডড পণ্য

পরিশিষ্ট-৩

অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পখাতসমূহ: (দ্রষ্টব্য অনুঃ ৩.৩.২৩)

১। বৈদেশিক কর্মসংস্থান
২। পরিবেশসম্মত জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প
৩। পর্যটন শিল্প
৪। হোম টেক্সটাইল শিল্প
৫। উইন্ড মিল
৬। ভেষজ ঔষধ শিল্প
৭। হাসপাতাল ও ক্লিনিক
৮। এলইডি, সিএফএল বাল্ব উৎপাদন
৯। চা শিল্প
১০। বীজ শিল্প
১১। প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজ
১২। সিমেন্ট শিল্প
১৩। লজিস্টিকস শিল্প খাত

পরিশিষ্ট-৪

ট্রেডিং এর শ্রেণীবিন্যাস

ক্রম	** শিল্পের ধরণ		স্থায়ী সম্পদ (টাকা) (জমি ও ভবন ব্যতীত প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য)	বার্ষিক টার্নওভার (টাকা)	জনবল
১.	মাইক্রো শিল্প	ট্রেডিং	সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ	সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা	সর্বোচ্চ ১০ জন
২.	ক্ষুদ্র শিল্প	ট্রেডিং	১৫ লক্ষ থেকে - ২ কোটি টাকা পর্যন্ত	২ কোটি থেকে ২০ কোটি টাকা পর্যন্ত	১১-৩০ জন
৩.	মাঝারি শিল্প	ট্রেডিং	২ কোটি থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত	২০ কোটি থেকে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত	৩১-১০০ জন
৪.	বৃহৎ শিল্প	ট্রেডিং	১৫ কোটি টাকার অধিক	৫০ কোটি টাকার অধিক	১০০ জনের অধিক

সেবা শিল্পসমূহ

১। তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা (আইটিইএস) ও কর্মকাণ্ড। যেমন- সিস্টেমস এনালাইসিস, ডিজাইন, সলিউশন সিস্টেম উন্নয়ন, তথ্য সেবা প্রদান, কল সেন্টার সার্ভিস, অফশোর ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ওডিসি), বিজনেস প্রসেস আউট সোর্সিং (বিপিও) ইত্যাদি
২। কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড, যেমন- কৃষি পণ্য, শস্য, ফলমূল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ, মৎস্য আহরণ, মৎস্য সংরক্ষণ ও বিপণন ইত্যাদি
৩। নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং
৪। বৈদেশিক কর্মসংস্থান
৫। হোটেল ও রেস্তোরা শিল্প
৬। বিনোদন শিল্প
৭। জিনিং অ্যান্ড বেলিং
৮। হাসপাতাল ও ক্লিনিক
৯। নিউক্লিয়ার ও এনালাইটিক্যাল সেবা (যেমন- নিউক্লিয়ার চিকিৎসা সেবা)
১০। পর্যটন ও সেবা
১১। মানব সম্পদ উন্নয়ন, উচ্চমানের মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন নলেজ সোসাইটি
১২। বিভিন্ন ধরনের টেস্টিং ল্যাবরেটরী
১৩। ফটোগ্রাফি
১৪। টেলিকমিউনিকেশন
১৫। পরিবহন ও যোগাযোগ
১৬। ওয়্যারহাউজ
১৭। ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি
১৮। ফিলিং স্টেশন (পেট্রোল পাম্প, সি এন জি স্টেশন, কনভার্শন সেন্টার)
১৯। প্রাইভেট ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো এন্ড কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন
২০। ট্যাংক টার্মিনাল
২১। চেইন সুপার মার্কেট/শপিংমল
২২। এ্যাভিয়েশন সার্ভিস
২৩। ইন্সপেকশন এন্ড টেস্টিং সার্ভিস
২৪। আঞ্চলিক ফিডার ভেসেল ও কোস্টাল জাহাজ চলাচল শিল্প
২৫। ড্রাই ডকিং ও জাহাজ মেরামত শিল্প
২৬। মডার্নাইজড় ক্লিনিং সার্ভিস ফর হাইরাইজ এপার্টমেন্টস, কমার্শিয়াল বিল্ডিং
২৭। অটো মোবাইল সার্ভিসিং
২৮। টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটস
২৯। বিজ্ঞাপন শিল্পখাত ও মডেলিং যেমন- প্রিন্ট মডেলিং, টিভি কমার্শিয়ালস, র‍্যাম্প মডেলিং (ক্যাট ওয়াক/ফ্যাশন)
৩০। মানসম্মত বীজের জন্য গবেষণা এবং উন্নয়ন
৩১। আউটসোর্সিং এবং সিকিউরিটি সার্ভিস (বেসরকারিভাবে নিরাপত্তারক্ষী/জনবল সরবরাহ)
৩২। সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল ব্যবসা
৩৩। চলচ্চিত্র শিল্প
৩৪। নিউজ পেপার শিল্প

পরিশিষ্ট-৬

সংরক্ষিত শিল্পসমূহ (দ্রষ্টব্য অনুঃ ৩.৩.১৮)

১। অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি
২। পারমাণবিক শক্তি
৩। সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল
৪। বনায়ন ও সংরক্ষিত বনভূমির সীমানায় যান্ত্রিক আহরণ

পরিশিষ্ট-৭

নিয়ন্ত্রিত শিল্পের তালিকা (দ্রষ্টব্য অনুঃ ৩.৩.২৪)

১। যন্ত্রচালিত ট্রলারযোগে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শিল্প
২। বেসরকারি খাতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান শিল্প
৩। বেসরকারি খাতে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি
৪। বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্পসমূহ
৫। প্রাকৃতিক গ্যাস/তেল অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প
৬। কয়লা অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প
৭। অন্যান্য প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সরবরাহকরণ শিল্প
৮। বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্প (যেমন-ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে, মনোরেইল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো/কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন ইত্যাদি) স্থাপন
৯। ক্রুড অয়েল রিফাইনারী (জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত)/ব্যবহৃত লুব অয়েল রিসাইক্লিং/রিফাইনিং
১০। কাঁচামাল হিসেবে দেশিয় প্রাকৃতিক গ্যাস/কনডেনসেট ও অন্যান্য খনিজ ব্যবহৃত মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান
১১। টেলিকমিউনিকেশন সেবা শিল্প (মোবাইল/সেলুলার এবং ল্যান্ড ফোন)
১২। স্যাটেলাইট চ্যানেল
১৩। কার্গো/যাত্রী পরিবহন বিমান
১৪। সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল
১৫। সমুদ্র বন্দর/গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন
১৬। VoIP (Voice Over Internet Protocol) ও IP (Internet Protocol) Telephone
১৭। সৈকত বালি থেকে আহরিত ভারী খনিজ নির্ভর শিল্প স্থাপন ও আহরণ
১৮। বিস্ফোরকসহ (প্রজ্জ্বলীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ, বিষাক্ত পদার্থ) যে কোন প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান;
১৯। এসিড উৎপাদনকারী শিল্প;
২০। রাসায়নিক সার উৎপাদনকারী শিল্প;
২১। সকল প্রকার শিল্প স্লাজ (Industrial Sludge) ও স্লাজ দ্বারা প্রস্তুতকৃত সার এবং এ সংক্রান্ত যে কোন সামগ্রী উৎপাদনকারী/ প্রস্তুতকারী শিল্প।
২২। স্টোন ক্রাশার শিল্প

শিল্পে অনগ্রসর এলাকার তালিকা

বিভাগসমূহ

রংপুর বিভাগঃ	রংপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর, নিলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা
রাজশাহী বিভাগঃ	জয়পুরহাট, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ
খুলনা বিভাগঃ	চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট
বরিশাল বিভাগঃ	বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা
ঢাকা বিভাগঃ	কিশোরগঞ্জ, রাজবাড়ি, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর
চট্রগ্রাম বিভাগঃ	খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান
সিলেট বিভাগঃ	সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ
ময়মনসিংহ বিভাগঃ	ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, শেরপুর

কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড ও কৃষিপণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প তালিকা

১। প্রক্রিয়াকরণকৃত ফলজাত খাদ্য (জ্যাম, জেলি, জুস, আচার, শরবত, সিরাপ, সস ইত্যাদি)
২। ফল (টমেটো, আম, পেয়ারা, আখ, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, নারিকেল ইত্যাদি), শাক-সবজি, ডাল প্রক্রিয়াকরণ
৩। ব্রেড এন্ড বিস্কুট, সেমাই, লাচ্ছা, চানাচুর, নুডুলস ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ
৪। চাল, আটা, ময়দা, সুজি প্রস্তুতকরণ
৫। স্বয়ংক্রিয় চাল কল (অটো রাইস মিল)
৬। মাশরুম ও স্পাইরুলিনা (Spirulina) প্রক্রিয়াকরণ
৭। স্টার্চ, গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ এবং অন্যান্য স্টার্চ পণ্য উৎপাদন, ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ
৮। দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ (দুধ পাস্তুরিতকরণ-Pasturization, গুড়োদুধ, আইসক্রিম, কনডেন্সড মিল্ক, মিষ্টি, পণির, মাখন, ঘি, চকোলেট, দধি ইত্যাদি)
৯। আলু থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য (চিপস, পটেটো, ফ্লেক্স, স্টার্চ ইত্যাদি) উৎপাদন
১০। বিভিন্ন গুড়ো মসলা উৎপাদন
১১। ভোজ্য তেল পরিশোধন ও হাইড্রোজিনেশন
১২। লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ
১৩। চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হিমায়িতকরণ
১৪। হারবাল ও ভেষজ প্রসাধনী (Cosmetics) প্রস্তুতকরণ
১৫। ইউনানি আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতকরণ
১৬। হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু এবং মাছের জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুতকরণ
১৭। বীজ উৎপাদন, গবেষণা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ
১৮। পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ (যেমন- দড়ি, সূতা, টোয়াইন, চট, থলে, কার্পেট, পাটের স্যান্ডেল প্রভৃতি)
১৯। রেশম বস্ত্র ও বস্ত্র উৎপাদন
২০। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক শিল্প
২১। মুড়ি, চিড়া, খৈ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ
২২। সুগন্ধি চাল উৎপাদন
২৩। চা প্রক্রিয়াকরণ
২৪। নারিকেল তেল প্রস্তুতকরণ (যদি দেশিয় নারকেল থেকে সংগৃহীত copra ব্যবহার করা হয়)
২৫। রাবার টেপ, লাক্ষা প্রক্রিয়াজাতকরণ
২৬। কোল্ড স্টোরেজ (কৃষকদের উৎপাদিত খাবার আলু ও বীজ আলু, ফলমূল, শাক-সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ)
২৭। কাঁঠ, বাঁশ ও বেতের আসবাব তৈরি/উৎপাদন (কুটির শিল্প ছাড়া) এবং তামা-কাসাঁর সরঞ্জামাদি তৈরি
২৮। ফুল সংরক্ষণ ও রপ্তানি
২৯। মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ
৩০। জৈব সার, মিশ্র সার, গুটি ইউরিয়া ইত্যাদি তৈরি
৩১। বায়োপেস্টিসাইড, নিম উৎপাদিত পেস্টিসাইড ইত্যাদি তৈরি
৩২। মৌমাছি চাষ/মধু তৈরি
৩৩। পার্টিকেল বোর্ড
৩৪। চিনি ও অন্যান্য মিষ্টিকারক পণ্য
৩৫। সয়াফুড উৎপাদন ও সয়াবীন প্রসেসিং
৩৬। সরিষা তেল প্রস্তুতকারী শিল্প (যদি দেশিয় সরিষা ব্যবহৃত হয়)
৩৭। রাইস ব্রান ওয়েল
৩৮। রাবারজাত দ্রব্যাদি তৈরির প্রকল্প
৩৯। বীজ শিল্প (Seed Industry)
৪০। দুগ্ধ ও পোল্ট্রি উৎপাদন এবং বিপণন
৪১। হর্টিকালচার, ফ্লোরিকালচার, ফুলচাষ, ফুল ও শাকসবজী বাজারজাতকরণ (লেবু, মাশরুম, পান, মধু ইত্যাদি এ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে)

পর্যটন শিল্পের আওতাভুক্ত সম্ভাব্য শিল্পের তালিকা

পর্যটনের ১২টি উপখাত নিম্নরূপঃ

১. **পর্যটন যানবাহন (Tourism Transport)**: পর্যটনে ব্যবহার্য সড়ক, রেল, নৌ, সমুদ্র, আকাশ ও মহাকাশযানসহ যে কোন যান্ত্রিক, অযান্ত্রিক যানবাহন এবং নৌকা, পালকি, গরু, ঘোড়া ও মহিষের গাড়িসহ সকল চিরায়ত যানবাহন।

২. **খাদ্য ও পানীয় (Food & Beverage)**: যে কোন দেশি ও বিদেশি খাবার ও পানীয় এবং রেস্টুরেন্ট, ক্যাটারিং, কনফেকশনারি, টেক এওয়ে (Take Away) এবং যে কোন খাদ্যদ্রব্য, কর্মকান্ড ও প্রতিষ্ঠান।

৩. **পর্যটন আবাসন (Tourism Accommodation)**: সকল ধরণের হোটেল, রিসোর্ট, সেনিটারিয়াম এবং নন-হোটেল আবাসন যেমন- হোমস্টে, ট্রি হাউজ, তাঁবু, রুরাল বাংলো, নৌ-আবাস, বজ্রা বা অন্য কোন পর্যটন আবাসন।

৪. **পর্যটন আকর্ষণ ও বিনোদন (Tourism Attractions and Recreation)**: প্রত্নস্থল, জাদুঘর, সংগ্রহশালা, প্রদর্শনী কেন্দ্র, বন, জার্মপ্লাজম সেন্টার, হস্তশিল্প কেন্দ্র, পর্যটন চলচ্চিত্র, ড্রামা, থিয়েটার, টেলিফিল্ম, চারু ও কারুকলা, চিত্রকলা, ডকুমেন্টারি, রেডিও বা টিভি প্রোগ্রাম ইত্যাদি এবং যে কোন পার্ক, উদ্যান, ইনডোর এবং আউটডোর বিনোদন কেন্দ্র বা অন্য কোন আকর্ষণ ও বিনোদনস্থল ও কর্মকান্ড।

৫. **পর্যটন কার্যক্রম (Tourism Activities)**: কৃষি পর্যটন, প্রত্নপর্যটন, সাংস্কৃতিক পর্যটন, খাদ্য পর্যটন, জলাভূমি পর্যটন, শিক্ষা পর্যটন, স্বাস্থ্য পর্যটন, জীবনধারা পর্যটন, কমিউনিটিভিত্তিক পর্যটন, ইকোপর্যটন, দায়িত্বশীল পর্যটন ইত্যাদিসহ যে কোন ধরণের টেকসই পর্যটন কার্যক্রম।

৬. **মধ্যস্থতাকারী (Intermediaries)**: ট্রাভেল এজেন্ট, ট্যুর অপারেটর, ট্যুর ব্রোকার ও ল্যান্ড অপারেটরসহ যে কোন পর্যটন মধ্যস্থতাকারী।

৭. **পর্যটন শিক্ষা (Tourism Education)**: যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক পর্যটন শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং পর্যটন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

৮. **পর্যটন মিডিয়া ও প্রকাশনা (Tourism Media and Publications)**: পর্যটন টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও, কমিউনিটি রেডিও, প্রিন্টেড ও অনলাইন পত্রিকা, নিউজ পোর্টাল ও ইউটিউব চ্যানেলসহ যে কোন প্রিন্টেড ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। পর্যটন বিষয়ক প্রিন্টেড বা ডিজিটাল বই, জার্নাল, পিরিয়ডিক্যালস্, বুলেটিন, ব্রুশিওর, মানচিত্র, ভূগোলক বা অন্য কোন পর্যটন প্রকাশনা সামগ্রী।

৯. **পর্যটন প্রযুক্তি (Tourism Technology)**: পর্যটনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ডিজিটাল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিকস্, বায়োলজিক্যাল ও জেনেটিক প্রযুক্তি, বায়োমিমিক্রি এবং পর্যটনে ব্যবহার্য টুলস্ ও ডিভাইসসমূহ।

১০. **পর্যটন ইভেন্ট (Tourism Event)**: MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) কার্যক্রম, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, পর্যটন মেলা ও উৎসব আয়োজনসহ পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন ইভেন্ট।

১১. **পর্যটন মার্কেটপ্লেস (Tourism Marketplace)**: পর্যটন পণ্য ও সেবা মার্কেটিং ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সমবায়ভিত্তিক পর্যটন শপ ও মার্কেট, ডিজিটাল ওপেন মার্কেট, ই-কমার্স, পর্যটন পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র ও সুভেনির শপসহ পর্যটন পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের যে কোন মার্কেটপ্লেস।

১২. **পর্যটনের বিবিধ কর্মকান্ড (Miscellaneous Tourism Activities)**: পর্যটন গ্রাম, পর্যটন নগরী, পর্যটন কেন্দ্র, যোগ কেন্দ্র (Yoga Center), ব্যায়ামাগার, এলোপ্যাথিক বা চিরায়ত চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন; গাইডিং, পর্যটন স্থাপনায় ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং, ল্যান্ডস্ক্যাপ ডিজাইনিং, প্ল্যান্ট ডিজাইনিং এবং পর্যটনের জন্য নির্মিত যে কোন ভৌত স্থাপনা ও কর্মকান্ড।

পরিশিষ্ট-১১

বাংলাদেশে প্রচলিত লজিস্টিকস সেবা খাতের উপখাত সমূহ

১। পরিবহন ও যোগাযোগ,

২। বিমান/এভিয়েশন সেবা,

৩। সমুদ্র বন্দর সেবা,

৪। ওয়্যারহাউস,

৫। ফিডার ভ্যাসেল,

৬। ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং,

৭। প্রাইভেট ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো এন্ড কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন,

৮। উপকূলীয় পরিবহন ও যোগাযোগ,

৯। ই-কমার্স লজিস্টিকস,

১০। রাইড শেয়ারিং,

১১। কনটেইনার টার্মিনাল

১২। আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন,

১৩। সমুদ্রগামী জাহাজ,

১৪। কুরিয়ার ও পোস্টাল সার্ভিস,

১৫। সিএন্ডএফ,

১৬। ট্যাংক টার্মিনাল,

১৭। তথ্য ও প্রযুক্তিগত লজিস্টিকস সেবা,

১৮। ফাইনানসিয়াল লজিস্টিকস,

১৯। টেম্পারেচার কন্ট্রোলড লজিস্টিকস